শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ :—

দুর্লভসার

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত

[শ্রীধাম নবদ্বীপ—হরিবোল কুটীর]

গৌরাব্দ—৪৫৯

ভূমিকা

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ-প্রবর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমৎ লোচন দাস ঠাকুর মহোদয়ই এই **'দুর্ল্লভসার'** নামক গ্রন্থরত্নের রচয়িতা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিগূঢ় শৃঙ্গার-রস-বর্ণন-প্রধান 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থও ইঁহারই রচিত।

শ্রীমদ্ ভাগবতের কতিপয় সন্দিগ্ধ স্থলের সুবিস্তৃত মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ-রত্নখানা রচিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রৌঢ়িবাদের সহিত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতস্থাপনে যথেষ্ট আদর ও আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে চারিটী অধ্যায় আছে ; **প্রথম** অধ্যায়ে বা সূত্রখণ্ডে ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের অভিনব কারণ প্রদর্শন-সহকারে সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং নিজ বংশ-পরিচয় প্রদান। **দ্বিতীয়** অধ্যায়ে বা মধ্যখণ্ডে ভক্তপর্য্যায়, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ ভক্ত-নির্ণয়, সম্বন্ধ ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তিনির্ণয় ইত্যাদি। **তৃতীয়** অধ্যায়ে বা সন্ন্যাসখণ্ডে মথুরা হইতে নন্দ মহারাজের বিদায়-প্রসঙ্গ, তাৎকালীন অরুন্তুদ দৃশ্যাবলী, ব্রজবাসীদের প্রাণবিদারণ আর্ত্তি ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজত্যাগের কারণ নির্দ্ধারণ। **চতুর্থ** অধ্যায়ে বা শেষখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল-ত্যাগের কারণ, শ্রীরাধাকে পরিত্যাগের কারণ, গোপীদের ব্যভিচারত্ব খণ্ডনের পক্ষে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি।

বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির হইতে তিনখানা পুঁথি পাই ; তন্মধ্যে একখানা (১১২৯নং) অতি প্রাচীন, বাংলা ১১৮৬ সালে ১২ই আশ্বিন তারিখে লিখিত ; অন্য দুইখানি অসম্পূর্ণ। সন ১৩১৮ বাং বসুমতী অফিস হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রাচীন পুঁথিখানা ব্যতিরেকে অন্য সব স্থলেই মতান্তর প্রবেশ করিয়া গ্রন্থখানির সারস্য-হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রাচীন পুঁথির অভাবে যথার্থ পাঠনির্দ্ধারণ করা অসম্ভবই হইত। বহু কষ্টে ও অতি সাবধানে পাঠনির্ণয় করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলেন। ইহাতে আমার অনবধানতা বশতঃ যদি কোনও ভ্রম প্রমাদাদি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা আমারই বুদ্ধিমান্দ্য বশতঃ হইয়াছে, জানিতে হইবে। বহুদিন পূর্ব্বে নিখিলশাস্ত্রনিষ্ণাত পূজ্যপাদ শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়ও কৃপা করিয়া গ্রন্থখানি আমূল দেখিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া যদি কাহারও অণুমাত্র আনন্দ লাভ হয়, তবেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে ইতি—

নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর
৪৫৯ গৌরাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

দুর্লভ সার

জয়তি জয়তি দেবঃ শ্রীশচী গর্ভ জন্মা
জয়তি জয়তি ভক্ত প্রেমদানৈক কর্ত্তা।
জয়তি জয়তি মেরু স্পর্দ্ধি গৌরাঙ্গ ধামা
জয়তি জয়তি ধন্যঃ কৃষ্ণ চৈতন্য নামা॥ ১॥

[সূত্র খণ্ড]

এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরাগুণের বর্ণন॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উচিত হয় তাহা কহিতে লাগে ডর॥
সর্ব্ব অবতার সার চৈতন্য গোসাঞি।
এ হেন করুণানিধি আর কেহ নাই॥
কৃষ্ণ বিনু আর কেহ নাহিক ঈশ্বর।
সত্য, কিবা ত্রেতা কলি আর দ্বাপর॥
একমাত্র সেই প্রভু নাম রূপে ভেদ।
লোক বুঝাবারে কহে নানা মত বেদ॥
যত যত অবতার সেই সব যুগে।
করুণা কারণে ছোট বড় বলে লোকে॥
চৈতন্য গোসাঞি এই করুণাতে বড়।
তেঞি অবতার সার করি বলি দঢ়॥
হেন অবতার কিছু না বুঝিল লোকে।
অমৃত চাকিল যেন রাহু ক্ষুদ্র পোকে॥
খায় মাত্র, স্বাদ না পায়, না জানে কি খায়।
কেবা দিল, কোথা পাইল, কারে না শুধায়॥
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বলি মাত্র নাচে আর গায়।
কীর্ত্তন কি বস্তু, কেবা করিল উপায়॥
আপনা জানায়ে বলি কারে' না শুধায়।
লোটাঞা না পড়ে গিয়া ভক্তজনার পায়॥
এতেকে বলিয়ে কিছু না জানে মরম।
কি করিল গৌরচন্দ্র, কি গুণ ধরম॥
শেষ খণ্ড কথা এই কহিতে বিস্তার।
উজ্জ্বল ভকতি আর * যোগের প্রচার॥
বুদ্ধি অনুমানে কহি যেবা কিছু শুন।
অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মন॥
পদ্ম-পুরাণে এক শুনিয়াছি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তহি নিরূপণ দেখ॥

তথাহি—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥২

---

(১) শ্রীশচীদেবীর গর্ভে যেই দেব (সর্ব্বপুরুষার্থ দাতা) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জয় হউক, জয় হউক। যিনি ভক্তদিগকে প্রেমদান করিবার একমাত্র কর্ত্তা তাঁহার জয় হউক, জয় হউক। যাঁহার গৌরবর্ণ বিগ্রহ, সুমেরু পর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করে, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক এবং যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই ধন্য পুরুষের জয় হউক, জয় হউক।

* উৎকল বিহার ভক্তি……

(২) নাম—চিন্তামণি স্বরূপ, নামই কৃষ্ণ, চৈতন্য ও রসবিগ্রহ নাম—পূর্ণ, নিত্য ও মুক্ত; নাম এবং নামীতে কোনই ভেদ নাই।

কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি কীর্ত্তন বিগ্রহ।
রসের বিগ্রহ চৈতন্যরূপ অনুগ্রহ ॥
নাম আর নামী দুই বিগ্রহ অভিন্ন।
দুই একরূপ তেঞি বিগ্রহ সম্পূর্ণ ॥
আর অবতার সব বেদবিধি বশ।
স্বতন্ত্র না হয়, কহে বেদ মত যশ ॥
কলিযুগে আপনেই নাম আপনার।
আপনে আপনা কহে, ধর্ম্ম নাহি আর ॥
মায়া রহিত তেঞি শুদ্ধ গৌরচন্দ্র।
কেবল করুণা-রস বিগ্রহ স্বতন্ত্র ॥
আর অবতার যত অংশ কলা লিখি।
পরিণামে স্বতন্ত্র প্রবেশ তার দেখি ॥
কৃষ্ণ আর গৌরচন্দ্র পূর্ণ দুই দেহ।
কলিযুগে দ্বাপরে একই বিগ্রহ ॥
বিগ্রহ বলিয়ে মাত্র এই সত্য সত্য।
তে কারণে পুরাণে লিখয়ে এই নিত্য ॥
পাঞ্চভৌতিক দেখ সকল সংসার।
ভৌতিক বহি নাহি, প্রকৃতি আকার ॥
ভৌতিক স্বভাবে করে ইন্দ্রিয়জ ধর্ম্ম।
ইন্দ্রিয় স্বভাবে করে যার যেই কর্ম্ম ॥
ঈশ্বর বিগ্রহে এই নাহি দুঃখ শোকে।
নির্লিপ্ত বলিয়া তেঞি বলে সর্ব্বলোকে ॥
নির্লিপ্ত শরীরে নাহি পূজার আধিক্য।
ইন্দ্রিয় শুশ্রূষা পূজা করে সর্ব্বলোক ॥
এই ত কারণে প্রভু মানুষ বিগ্রহ।
বিশেষে বৈষ্ণবরূপ লোক অনুগ্রহ ॥
দেহের স্বভাব সুখদুঃখ লাভালাভ।
পূজা পরিগ্রহ বাঢ়ায় ভক্তজনার ভাব ॥
পূজা পরিগ্রহ করেন প্রাকৃতের হেন।
ইন্দ্রিয় স্বভাবে করে নাহি দোষ গুণ ॥
মুক্ত বলিয়া তেঞি কহয়ে পুরাণে।
নিত্যমুক্ত বিগ্রহ হয় এই ত কারণে ॥
কীর্ত্তন বিগ্রহ আর ঐ রস বিগ্রহ।
দুই এক পূর্ণদেহ লোকে অনুগ্রহ ॥
কীর্ত্তন পরম রসে প্রবেশিয়া গাত।
রসে প্রবেশিয়া জীবে সঞ্চারে পশ্চাত ॥
বুদ্ধি অনুক্রমে জীব ভজয়ে কীর্ত্তন।
কীর্ত্তন স্বভাবে তার হয় তেন মন ॥
কীর্ত্তন করয়ে যেবা বেদবিধি ভজে।
নাম লয়ে, ফল চাহে, স্বধর্ম্ম না তেজে ॥
দান ব্রত, তপোধর্ম্ম কর্ম্ম পরায়ণ।
নিষ্ঠাশান্তিপর সেই ভজে নারায়ণ ॥
বিষ্ণুভক্তি করে সে বৈষ্ণব বলি তারে।
তার নাম নাহি, লিখি ভকত ভিতরে ॥
নাচে গায়, নাম লয়, নাহি করে আন।
সেই প্রভু ভজে তভু ভক্ত নহে নাম ॥
যত পরিশ্রম করি দেহে দেই ক্লেশ।
সেই ত স্বভাবে ফল ভুঞ্জয়ে অশেষ ॥
যা' না ভুঞ্জে পাপভয়ে তাই ভুঞ্জে দুন। (ক)
আপনা নিমিত্তে ভজে প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর সেবা করে, সুখ চাহে আপনার।
প্রভু সুখে সুখী নহে সেবা করে কার ॥
নিজ সুখে সুখী সেই আপন সেবক।
প্রভু সুখে সুখী সেই ভকত রসিক ॥
ভকত ভজনা করে প্রভুর নিমিত্তে।
নিজ ভাল মন্দ নাহি চাহে হিতাহিতে ॥
কি বিধি অবিধি যত বলিয়াছে বেদ।
সকল করয়ে পুন না করয়ে ভেদ ॥
কৃষ্ণ বিনু বিধিকে অবিধি করি মানে।
অবিধি হো বিধি হয় করে কৃষ্ণ জ্ঞানে ॥
নাম গুণ গায় সেই কীর্ত্তন বিলাসে।
কৃষ্ণ সুখে অনুমোদে কৃষ্ণের আবেশে ॥
সর্ব্বজীবে দয়া তার নাহি নিজপর।
প্রভুর অধিক মানে বৈষ্ণব সকল ॥
ভকত শুশ্রূষা করে সেই কৃষ্ণ জ্ঞানে।
সেই এই একদেহ জানয়ে মরমে ॥

(ক) দুন=দ্বিগুণ।

সভা করে পূজা সেই করে বিধিমতে।
কৃষ্ণ পরসঙ্গ বিনু না পারে থাকিতে॥
প্রভু সুখ দুঃখ জানে নিজ অনুমানে।
ভকতি করয়ে যত পারয়ে পরাণে॥
ভয় নাহি করে নিজ ভাল মন্দ বলি।
প্রভুর নিমিত্তে আর উপেক্ষে সকলি॥
নিরপেক্ষ হয় পুন সাপেক্ষ বাহিরে।
সাপেক্ষ করয়ে যত নাহিক অন্তরে॥
আপনার দোষ দেখে সর্ব্বজীব গুণে।
সভার গৌরব করে, নাহি অভিমানে॥
সর্ব্বদেব পূজা করে না হয়ে তৎপর।
পূজা করি মাগি লয় কৃষ্ণ ভক্তিবর॥
আর কি কহিব কৃষ্ণে সমর্পয়ে সব।
দেহের স্বভাবে যত হয় লাভালাভ॥
সর্ব্বভাবে ভজে তেঞি সে বলি ভক্ত।
বিশেষে কহিয়ে যেই রসিক অনুরক্ত॥
রসের বিগ্রহ ভজে কীর্ত্তন বিলাস।
রসাবেশে রস অভিনব পরকাশ॥
কৃষ্ণেরে পিরিতি করে মমতা-স্বভাব।
নামগুণ শ্রবণে বাঢ়য়ে অনুরাগ॥
রাগাদি-সম্ভব যত দেহের স্বভাব।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া দেহের ঘুচায় সন্তাপ॥
দেখিলে সে জীয়ে তারে না দেখিলে মরে।
তে কারণে শ্রীমূর্ত্তির পরকাশ করে॥
রসিক নাগরী যেন কামে উনমতা।
রসিক পুরুষ সঙ্গে রমণ ব্যগ্রতা॥
নিজ অঙ্গ দিয়া পূজা ভজন তাহার।
সর্ব্ব সমর্পয়ে তাঁহি জাতি কুলাচার॥
ছাড়িল না হয় যেন নিজ বন্ধু জন।
কৃষ্ণের নিমিত্তে তার সহে কুবচন॥
কৃষ্ণ আত্মা করিয়া করয়ে ব্যবহার।
কৃষ্ণ বিনু তিলেক না রহে জীউ তার॥
মৎস্য যেন জল যোগে আছে নিজ দেহ।
এ জীউ পরাণ পঞ্চভূত ময় সেহ॥
তবহু সে জল বিনু নাজীয়ে তিলেক।
পরাণ থাকিতে জল জীউ করি লেখ॥
ঐছন কৃষ্ণ বিনু নাহি জানে আন।
নিজ প্রাণ প্রাণ নহে, কৃষ্ণ তার প্রাণ॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে :—

হরি র্হি সাক্ষাৎ ভগবান্ শরীরিণামিতি

নিজ অঙ্গে ভূষা করে কৃষ্ণ ভূষা ছলে।
আপনে না লয় সুখ, কৃষ্ণ সুখ করে॥
নিজ অঙ্গভূষা করে কৃষ্ণভূষা পায়।
নিরন্তর কৃষ্ণ তার আছয়ে হিয়ায়॥
নিজপ্রাণ আর কৃষ্ণ এক করি লেখে।
দেখিলে সে জীয়ে তেঞি দেখে পরতেকে।
রসিকজনার কথা নিগূঢ় সহজে।
কহিলে না বুঝে কেহো, রসিকে সে বুঝে॥
কৃষ্ণের ভজনা করে, বেদান্তের পার।
প্রাকৃত জনের মত আচরণ তার॥
দেহের স্বভাবে করে ভকতি সাধক।
মায়া বলি ছাড়ে তারে জগতের লোক॥
ঐ ছন নিগূঢ় কথা বুঝিবে কেমনে।
হেন অধিকারী বন্ধু·· কৃষ্ণ সনে॥
রস ভক্তি নাম এই পিরিতি প্রথম।
দ্বিতীয়ে কহিয়ে প্রেম শুন সর্ব্বজন॥
পিরীতি করয়ে কৃষ্ণে করিয়া মমতা।
ঈশ্বর বলিয়া ভয় নাহিক ব্যগ্রতা॥
মাতাপিতা স্নেহ যেন করে ইহলোকে।
পুত্র অধীন, গুরু বলে আপনাকে॥
ঐ ছন পিরিতি কৈল নন্দ যশোদা।
আঁখি আড় নাহি করে এমত মুগধা॥
পুত্র-স্নেহ নিরন্তর হৃদয়ে বিকল।
স্বভাবে ধ্যগ্রতা করে ভয় অমঙ্গল॥
বৃদ্ধ পরিজন যত দেগে গোয়ালিনী।
সভার চরণধুলি কৃষ্ণে দেই আনি॥
স্তুতি করি কহে সেই যশোদা দেবী।
বর মাগে। মোর পুত্র হউক চিরজীবি॥

বিঘ্ন-নিবারণে করে ঔষধ মন্ত্র।
নিজ মুখোচ্ছিষ্ট দেই—এই পরতন্ত্র ॥
সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সেই বিঘ্ন-হন্তা।
তার বিঘ্ন ঘুচাবারে করে লীলা চিন্তা ॥
দেব-শিরোমণি কৃষ্ণ যশোদা যার দাসী।
কেমন করয়ে ভক্তি কেমন পারা বাসী ॥
পিরিতি ভকতি কথা কহনে না যায়।
যবে উপজয়ে ভাব ভকত-কৃপায় ॥
প্রাণের অধিক করি করে সেই স্নেহ।
সকলি করয়ে সেহ নাহি দেই দেহ ॥
পুত্র স্নেহে ভজে সেই নন্দ-যশোদা।
প্রেমে সমর্পয়ে দেহ ভাগ্যবতী রাধা ॥
প্রেমায় বিহ্বল, রস আবেশে উন্মাদে।
ক্ষণেকে ঈশ্বর হয় তাহার বিচ্ছেদে ॥
সেই অভিনয় করে উভ বান্ধে চূড়া।
অঙ্গ আচ্ছাদিত তার পুলক পাছড়া ॥
বিহ্বল হইয়া কান্দে, ডাকে উভরায়।
ভাবেরে আবেশে লজ্জা পরিহরি যায় ॥
পুত্র ভাবে পিরিতি কররে নিজ সুতে।
কি লাজ তাহার থাকে, তার নাম লইতে ॥
পর বলি জার-বুদ্ধ্যে ভজয়ে রমণী।
তার নাম লইতে সবে বোলয়ে কুবানী ॥
কুল শীল লাভ জয় থাঞা সব আগে।
প্রেমের স্বভাবে আর আরতি-অনুরাগে ॥
গুরুজন, পরিজন, গৃহ-ব্যবহার।
পাছু না গণয়ে লোক ঘোষয়ে খাঁখার ॥
ইহলোক পরলোক দু' লোক নৈরাশা।
সকল ছাড়য়ে কৃষ্ণ সুখ প্রতি আশা ॥
প্রেমের স্বভাবে এই করে যত যত।
অবিধি বলয়ে লোক বেদ বিধি মত ॥
সেই বেদ বোলে যারে সংসার করিয়া।
ছাড়িলে অবিধি কহে কি করি বুঝিয়া ॥
অমায়া ভজন পুন বলে ভজিবার।
মায়া ছাড়ি দেহ কোথা আছয়ে কাহার ॥

ইন্দ্রিয়-স্বভাবে করে যার যেই ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ বিনু হইলে সেহ হয় নিজ কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণে সমর্পিতে দেহ নারয়ে আপনে।
ঐ কথা কেমনে জানে জীবের পরাণে ॥
না বুঝিয়া নানা মত করয়ে ব্যাখ্যান।
কর্ম্ম করি সমর্পিব এই তার জ্ঞান ॥
বিধি করি সমার্পিব অবিধি কি হউ।
দেহের স্বভাব তার কেমতে ছাড়ি যাউ ॥
অবিধি স্বভাব-ধর্ম্ম, বিধি সে অহার্য্য।
দেহ বই নাহি যায় দেহের যে কার্য্য ॥
আনে করি আনে দেই নাহি লাগে গায়।
দেহের স্বভাবে দেহ ছাড়িয়া না যায় ॥
বচনে না যায় যেই দেহের যে কর্ম্ম।
অপর উপায় শুন, ছাড় দুই ধর্ম্ম ॥
কি বিধি অবিধি দুই অযত্ন করিতে।
দোষ গুণ করি ইহা না লইব চিত্তে ॥
গুণে না করি যত্ন যদি এড়াইতে পারি।
আপনে উপজে দোষ কি হউ তাহারি ॥
এতেকে বলিয়ে বাহ্যে বলিয়ে যতেক।
মরম না জানি ব্যাখ্যা করে সর্ব্বলোক ॥
বুদ্ধি অনুমানে কহে যেবা মনে লয়।
সামান্য মানুষ সব তাহাই ঘোষয় ॥
সহস্র জন মধ্যে এক জানয়ে মরম।
সর্ব্বলোক বলে তারে করে কুকরম ॥
আপনাকে বুদ্ধিমন্ত করিয়া বাখানে।
পরিণামে অনুভব কিছুই না জানে ॥
অনুভব মর্ম্মব্যাখ্যা আর ব্যাখ্যা বাহ্য।
অনুভব না জানে—বাখানে সব বাহ্য ॥
বাহ্য ব্যাখ্যা যেই সব সংসারির মত।
রসিকে সে লয়ে অনুভবের সম্মত ॥
স্বভাব-নিগূঢ় প্রেম ভক্তির বিচার।
তৃতীয়ে কহিব প্রেম বিশেষ আছে আর।
শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ রাধা প্রকৃতি আকৃতি।
বিদ্যমানে পাঞা করে এ ভাব আরতি ॥

সর্ব্বকাল বিদ্যমান নহে প্রভু সেহ।
পুরুষে কেমন করে প্রকৃতির নেহ॥
সাক্ষাত অভাবে সেই করয়ে শ্রীমূর্ত্তি।
তহি আরোপিয়ে সব এই প্রেম আর্ত্তি॥
সমর্পণা করিতেছি আপনার ধর্ম্ম।
লয় কি না লয় কে জানে তার মর্ম্ম॥
এতেকে বলিয়ে সেহো সাক্ষাৎ পরোক্ষ।
কেমনে বুঝিব ইহার প্রেম গৌণ মুখ্য॥
দুহে এক বুদ্ধি হয়, দুহে বিদ্যমান।
দুহে দুই সম হয় পরম গেয়ান॥
দুহে বিদগ্ধ হয় রূপে গুণে সম।
তবে সে উপজে সহজ ভক্তি প্রেম॥
কহিতে বিষম বড় ভকতি প্রেমের।
রাধা বিনু প্রেম-ভক্তি না হয় আনের॥
রাধার স্বভাব ভাব অনুসরে যেহ।
তাহারে তেমন প্রভু করয়ে সনেহ॥

তথাহি আদি পুরাণে [গোপী মহাত্ম্যং]—

গোপী ভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে।
তেষু তাস্বেব তুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥৩॥

সেই অধিকারী—তার তেহো হয় সব।
রাধার স্বভাব ভাব হয় অনুভব॥
পরোক্ষ হইয়া তার সাক্ষাত সকল।
অনুভবে জানি ইহা কহিতে বিরল॥
ব্যাস করিল উদাহরণ ইহার।
প্রতীত করিহ সবা সেই অনুসার॥

তথাহি (ভাগ)

ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥৪॥

ভক্তিযোগে সম্যক্ নির্ম্মল মন যবে।
প্রভুকে দেখয়ে সেই ভক্তজন তবে।
মায়াকে দেখয়ে সেই নির্ম্মল শরীর।
কেমনে দেখয়ে ইহা কহে সব ধীর॥
মায়াকে দেখয়ে আর তার অপাশ্রয়া॥
ইহা বলি কি বুঝাইলে বুঝিলে কি ইহা॥
প্রভু দেখে ইহার বড় আর কেবা আছে।
মায়া না দেখিলে কার কি হইল পাছে?
কেবা দেখিয়াছে প্রভু অবয়ব সনে।
মায়া কিবা বস্তু তাহা জানিল কেমনে।
'ব্যাসোদিত' বলি সভে বলে সত্য সত্য।
নহিলে কেমনে ব্যাস করিল কবিত্ব॥
ইহা বলি শ্লোক ব্যাখ্যা করে সর্ব্বজনে।
শ্লোকব্যাখ্যা বুঝি এই প্রেম আচরণে॥
যে জানে সেই সে জানে যার অনুভব।
কহিতে না জানে সেহো, আর কি কহিব।

তথাহি – (ভাগ ৩।২৫)

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণি সন্তঃ
প্রসন্ন বক্ত্রারুণলোচনানি।
দিব্যানি রূপানি বর প্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি ॥৫॥

---

(৩) গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া যে সকল ভক্ত আমারই উপাসনা করে—আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে তাহাদিগের প্রতিই আমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।

(৪) ভক্তিযোগে যাঁহার মন সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল হইয়াছে তিনিই পুরুষোত্তমকে সম্পূর্ণ রূপে দেখিয়াছেন এবং তদাশ্রয় শূন্য মায়াকেও দেখিতে পারেন।

(৫) সেই ভক্তিবাদী সাধুগণ আমার মনোরম, প্রসন্ন বদন মণ্ডিত ও অরুণ লোচন যুক্ত দিব্য বর প্রদ রূপ দর্শন করে এবং আমার বাক্য স্পৃহনীয় বলিয়া থাকেন।

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিত বাম সূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃত-প্রাণাংশ্চ ভক্তি
রনিচ্ছতো গতি মন্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥৬॥

প্রভুর বচন এই শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন শ্লোক ছাড়ি অন্য মন ॥
প্রসন্ন বদন আর অরুণ নয়ন।
দিব্যরূপ সনে মোরে দেখয়ে সেই জন ॥
অমায়া শরীরে যবে প্রেমে ভজে মোরে।
সে জন আমারে দেখে সুন্দর শরীরে।
বরদ স্বভাব যার বচন লোভন।
হেন রূপ দেখে মোর জগত-মোহন ॥
হাস বিলাস রসময় মোর দেহ।
রস দৃষ্টি সমেত দেখয়ে মোরে সেহ ॥
সেরূপে হরিল যার এ জীউ পরাণ।
মুক্তি পদ নাহি চাহে, সেই তার ধ্যান ॥
ঐ ছল আমার ভক্তি তবহু তাহারে।
অনিচ্ছায় অণ্বীগতি * প্রযোজে তাহারে।
কত কত ভকত আছয়ে পৃথিবীতে।
কে দেখিল ভগবান্ এরূপ সহিতে ॥
হাস বিলাস রস কমনীয় দেহ।
কেমনে দেখিল কেবা সহিতে সেনেহ ॥
অক্ষর ব্যাখান করে, না জানয়ে তত্ত্ব।
প্রভুর বচন বলি করয়ে মহত্ত্ব ॥
না চাহিলে মুক্তি যদি দেই সেই ভক্তি।
নির্ম্মলা বলিয়া বলি আর কোন্ যুক্তি ॥

ভক্তি করি, ভক্তি চাহি, মুক্তি নাই ইচ্ছি।
যেই মুক্তি ভক্তি দেই কেনে নাহি বাঞ্ছি ॥
এতেকে বলিয়ে শ্লোকের না জানে মরম।
অক্ষর ব্যাখ্যানে নহে ভক্তির ধরম ॥
প্রেমভক্তি করে অনুভবে জানে।
শ্লোক পাইয়া অনুভব করে মনে মনে ॥
অনুভব বিনু নাহি জানি ভাগবত।
অক্ষর ব্যাখ্যান করে সকল জগত ॥
প্রেমভক্তি কথা আমি কি কহিতে জানি।
কীট পতঙ্গ বলি আমা ছার মানি ॥
হেন ভক্তি প্রকাশিলা চৈতন্য গোসাঞি।
লক্ষ্মী অনন্ত যার অন্ত নাহি পায় ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যার করে অন্বেষণ।
নারদ প্রহ্লাদ শুক করয়ে যতন ॥
হেন ভক্তি প্রকাশিল গৌর গুণবন্ত।
ঘরে ঘরে বিলসয়ে অধম দুরন্ত ॥
এমন করুণা প্রভু কভু নাহি করে।
যত অবতার চারি যুগের ভিতরে ॥
যুগে যুগে অবতার ধর্ম্ম বুঝাবারে।
ধর্ম্ম নাহি বুঝে লোক এ' দুঃখ অন্তরে ॥
কৃষ্ণ বিনু নাহি কিছু যত ধর্ম্ম কর্ম্ম।
স্বার্থ না করিয়া যদি সমর্পয়ে ব্রহ্ম ॥
অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণে সমর্পিলে।
ধরম ধরম নহে স্বার্থেতে করিলে ॥
বিধি কি অবিধি দুই বেদ বলি লিখি।
দেহ বই উপজয়ে কোথাহ না দেখি ॥
বিধি বলি করি যাহা ভুঞ্জি পরলোকে।
বিদ্যমান হইলে সে অবিধি বলি তাকে ॥
দেহের স্বভাব যত এই ধর্ম্মাধর্ম্ম।
এখন ভুঞ্জিয়ে কি ভুঞ্জিয়ে পরজন্ম ॥
ভোগ এড়ান নাহি বলি পুণ্য পাপ।
কৃষ্ণে সমর্পিলে বলি তারে যজ্ঞ তপ ॥
সত্যে তপ ধর্ম্ম বলি কৈল পরচার।
না বুঝিল ত্রেতায় লোক যজ্ঞ নাম তার ॥

---

(৬) আমার মনোহর মুখ নেত্রাদি অবয়ব সমূহ ও উদার বিলাস, হাস্য, দর্শন, এবং মধুর বাক্য দ্বারা তাহাদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি হরণ পূর্ব্বক তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ভক্তি তাহাদিগকে মুক্তি দান করে।

* অণ্বীগতি—সূক্ষ্মগতি অর্থাৎ মুক্তি

সেই ধর্ম্ম দ্বাপরে পরিচর্য্যা নাম।
কলি যুগে সংকীর্ত্তন নামে পরিণাম॥
সেই ধর্ম্ম চারি নাম ধরে যে কারণে।
নির্ণয় করিব তাহা শুন সর্ব্বজনে॥
প্রথমে কহিল সত্যে নাম তপ ধর্ম্ম।
আপনাকে ব্যক্ত না করিব এই মর্ম্ম॥
সত্যে সুহৃদয় লোক ইঙ্গিতে বুঝিবে।
ইহা জানি ব্যক্ত করি না কহিল তবে।
না বুঝিয়া লোক বাহ্য তপস্যা আচরে।
ফল ভোগ লোভে দেহে নানা ক্লেশ করে॥
দেহে ক্লেশ দেই আর কত পরিশ্রম।
ভুঞ্জিয়া না বুঝে এই তপস্যা বিষম॥
কৃষ্ণে সমর্পিলা দেহের স্বভাব কেমনে।
জলে নাম্বি না ভিজিব কতেক জীবনে॥
ইহা বড় তপস্যায় আছে কোন্ সুখ।
বাহিরে আচরে তপ না বুঝিয়া লোক॥
এই ত কারণে ধর্ম্ম টুটিয়া সে যায়।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে প্রভু বিস্মিত হিয়ায়॥
তপ নাম না বুঝিল সেই মুগ্ধ লোক।
যজ্ঞ নাম বলি ধর্ম্ম কৈল ত্রেতা যুগে॥
যজ্ঞ বলি বিধি ধর্ম্ম আছে বেদ মতে।
অগ্নিমুখে দেব-পূজা করয়ে তাহাতে॥
অগ্নিতে পূজিলে যেন দেব-পূজা হয়।
ঐছন করিতে প্রভু সাদৃশ্য দেখায়।
আমি সর্ব্বজন প্রাণ আর সব মায়া।
আমার ভজন কর নিজ অঙ্গ দিয়া॥
নিজভাবে মোর পূজা কর মহাযজ্ঞ।
মায়ায় না ভুলিহ যে হয় মহাবিজ্ঞ॥
তথাপি না বুঝি লোক প্রভুর অন্তর।
যজ্ঞ করি বর মাগে বেদেতে তৎপর।
প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করে নিজ মনে।
অধর্ম্ম বাঢ়ায় লোক আপনার গুণে॥
টুটিল দু পোয়া ধর্ম্ম বাড়িল অধর্ম্ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সম ভেল সমান-বিক্রম॥

প্রভুর হৃদয়ে ভেল করুণা-বিশেষ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যা ধর্ম্ম কৈল পরিশেষ॥
কৃষ্ণ-আরাধনা—এই পরিচর্য্যা নাম।
ইন্দ্রিয় শুশ্রূষা করা সেবকের কাম॥
ব্যক্ত করিয়া প্রভু কহিলা এই ধর্ম্ম।
তভু না বুঝিল কেহো সেই প্রভুর মর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-আরাধনা করে আপনার তরে।
পূজা করি বর মাগে ভোগ ভুঞ্জিবারে॥
ফল ফুল জল দেই বেদের বিধানে।
দেহে ক্লেশ দেই করে ঈশ্বর ধিয়ানে॥
সেবা করি পুন বোলে নাহি দুঃখ সুখ।
পূজা করি বর মাগে আপনার ভোগ॥
এই মত না বুঝিতে গেল তিন যুগ।
অধর্ম্ম বাড়িল—ধর্ম্ম ক্ষীণ অতি সূক্ষ্ম॥
তিন যুগ গেল—মাত্র একা আছে কলি।
লোক বুঝাবারে প্রভু ভৈগেল বিকলি॥
করুণা বাঢ়ল হিয়ায় অপূর্ব্ব আকার।
প্রথম সন্ধ্যায় কলির কৈলা অবতার॥
সব নিজ জন যত সংহতি করিয়া।
আপনে বৈষ্ণব ভেল উঘাড়য়ে হিয়া॥
নিজ নামে আরোপিয়া নিজ সর্ব্ব শক্তি।
নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম আর প্রেম ভক্তি॥
আপনি আপন নাম আর ভক্তি প্রেম।
আপনি আচরে যেন বস্তু ভেদ হেন॥
লোক নিস্তারিতে প্রভুর এতেক যতন।
ঈশ্বর হইঞা বুলে যেন অকিঞ্চন॥
না ভজিতে প্রেম যাচে নাহি আত্মপর।
সর্ব্বপর প্রেম-ভক্তি সবার উপর॥
সভাকারে প্রেমভক্তি দেই অবিরোধে॥
তভু না বুঝিল লোক—এ বড় প্রমাদে॥
শিব শুক সনকাদি বিরিঞ্চি প্রহ্লাদ।
যে ভক্তি পাইতে হয় সবার আহ্লাদ॥
হেন ভক্তি প্রকাশিল—না বুঝিল কেহো।
ঘোষিতে রহিল বেদ-দারুণ দুঃখ এহো॥

কীর্ত্তন-বিগ্রহ রস-বিগ্রহ গোসাঞিঁ।
সভে বিলসয়ে এই মরম জানি নাই॥
বৈষ্ণব-প্রসাদে কিছু জানিল প্রকাশ।

প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস।
তাঁহার প্রসাদে মোর ঐ পথে আশ॥
মুরারি গুপ্ত তিঁহো প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভক্ত প্ররবীণ॥
লোক নিস্তারিতে কৈলা গৌরাঙ্গ-চরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল জগত পবিত্র॥
শ্লোকবন্দে গৌরগুণ করিল কবিত্ব।
তাঁহার প্রসাদে মোর পরসন্ন চিত্ত॥
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ নাহি দিহ কেহো মো অতি অধম॥
অধিকারী নহি তভু করিল সাহস।
বৈষ্ণব করুণাময় এই মোর আশ॥
সূত্র খণ্ডে আদি কথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে।
জন্মাদি রহস্য কথা কহিল মধ্য খণ্ডে॥
সন্ন্যাস খণ্ড কহিব যে করুণার ঘর।
শেষ খণ্ড কহিল এ তিন খণ্ডের পর॥
চারিখণ্ড কথা হইল বৈষ্ণব-কৃপায়।
সমাধান করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
গৌর গুণ গাথা এই অমৃত-সমুদ্র।
কহিতে না পারে শত প্রজাপতি রুদ্র॥
আমি কি জানিয়ে গুণ কহিব কতেক।
বৈষ্ণব-কৃপার বলে কহিয়ে যতেক॥
চারিখণ্ড পুথি সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে নিবাস॥
মাতা সতী শুদ্ধ-মতি সদানন্দী নাম
তাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম॥
কমলাকর দাস নামে পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে শুনি গৌরগুণ গাথা॥
সংসারে জন্ম দিল এই পিতামাতা।
মাতামহ কুলের মো কহি কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয় দাসী নামে॥
মাতামহ মোর শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থ পূত তিঁহো তপস্যায় তপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একা মাত্র।
সহোদর নাহি মোর মাতামহের সূত্র॥
যথা যাই তথাই দুলাঁল কহে মোরে।
দুলাঁল লাগিয়া কেহো পড়াবারে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাঁহার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার।
চৈতন্য-চন্দ্রে তৎপর চরিত্র যাঁহার।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।
তাঁহার প্রসাদে কৈল গোরাগুণ প্রকাশ।
আনন্দে গাইল যশ এ' লোচন দাস॥

[মধ্য-খণ্ড।]

এতেকে কহিল ভক্তজনের চরিত্র।
অপর কহিব কিছু শুনহ বিচিত্র॥
বৈষ্ণবের বিচার কহিতে হয় দোষ।
কথা স খুঞা গেলে হয় অসন্তোষ॥
তে কারণে কহি কিছু এই যে বিচার।
অপরাধ ভরে আগে করি নমস্কার॥
সাপেক্ষ ভকত বহু নিরপেক্ষ আর।
অন্তর্ব্বাহ্য এই কথা কহি কিছু তার॥
সাপেক্ষ বাহিরে নিরপেক্ষ হিয়া কেহো।
বাহিরে আচরে লোক বেদমত সেহো॥
মরমে জানয়ে এক কৃষ্ণ করি সত্য!
বাহিরে আচরে যত সব নিত্যকৃত্য॥
এজন সভার হয় পরমার্থ সার।
রহে নিরপেক্ষ হিয়া সাপেক্ষ আচার॥
প্রভুর ভকতি কয়ে অবৈদিক কর্ম্ম।
সাপেক্ষ অন্তরে করে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম॥

প্রভুর ভকতি করে অবৈদিক কর্ম্ম।
সাপেক্ষ অন্তরে করে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম॥
অন্তরে সুদৃঢ় করে বাহিরের কাজ।
করিয়া সন্দেহ মানে নিজ হিয়া মাঝ॥
তত্ত্ব না জানিয়া করে তেঞি সে সন্দেহ।
নিজ মুখে তত্ত্ব পুন বাখানয়ে সেহ॥
তথাপি তাহার দেহে ভকতি-লক্ষণ।
কৃষ্ণ গুণ গানে তার উদয় তখন॥
কৃষ্ণভাবে নাচে গায় নাহি করে লাজ।
বিচারে না বুঝি তার মরমের কাজ॥
এইত সন্দেহ বড় অপরূপ হেন।
কৈতব-চরিতে আর পুলকাদি কেন?
পরম ভকত যেন করয়ে আচার।
আপনাকে সাধু কহে ইঙ্গিত-আকার॥
কারো প্রশংসায় মহা দুঃখ পায় মনে।
প্রসন্ন বদন হয় আপনার গুণে॥
আর অভিনয় করে তন্ময়তা যেন।
নৃত্যাবেশে নাচে পুন হিয়া ভাব-হীন॥
সিদ্ধ ভকত বলি বলে আপনাকে।
প্রকট করয়ে দীন হীন ভাব লোকে॥
প্রেমার লক্ষণ যেন করে সব কর্ম্ম।
কেমনে বুঝিবে লোক এ জনার মর্ম্ম॥
বেদ বিধি মত ভক্তি করে সে ঈশ্বরে।
বৈষ্ণব বলিয়ে তারে কহিয়ে আচারে॥
নিরপেক্ষ হয় যদি ভাগবত ধর্ম্ম।
উত্তম ভকত বলি শুদ্ধ তার মর্ম্ম॥
তমো গুণে করে ভক্তি প্রাকৃত ভকত।
সর্ব্বজনে জানে এই ত্রিবিধ চরিত॥
উত্তমে উত্তম কহি প্রেম-ভকত।
নিভৃত-ভকত এই লোকে অবিদিত॥
অবিদিত প্রেম-ভক্তি সভাকার পর।
নির্লিঙ্গ বলিয়ে পুন সভার গোচর॥
কেহো বোলে কৃষ্ণ পুত্র, কেহো বোলে পিতা।
কেহো বোলে কৃষ্ণ স্বামী হয় অনুরতা॥

সম্বন্ধ ভকতি এই রাগ অনুরাগ॥
বৈরাগ্য বলিয়া পুন বলে মহাভাগ॥
হেন ভক্তি প্রেমরস আবেশের লোভে।
দেখিয়া শুনিয়া তেন-মন করি সভে॥
রস না বুঝয়ে, ভাব নাহিক হিয়ায়।
কৈতব-আবেশে ভাব সভারে বুঝায়॥
আরো শুনহ কথা বড়ই আশ্চর্য্য।
বেদ মত বাখানে নষ্ট শূদ্র আচার্য্য॥
কহিতে কহয়ে প্রেম পথ-বিপর্য্যয়।
নাচিবার বেলে পুন হয় ভাবময়॥
বৃন্দাবন রাস-কথা প্রাণ হেন বাসে।
নাচিবার বেলে নাচে রাধা কৃষ্ণ রসে॥
অবৈদিক প্রেম-ভক্তি পথে নাচে গায়।
কহিবার বেলে পুন এ বেদ বুঝায়॥
বুঝিতে না পারি হিয়া কি কহিব আর॥
বিষম ভকতি কথা কে করু বিচার॥
কৃষ্ণ সংসারের কথা কে কহিতে পারে।
এ কথা জানিয়া পাছে সাংসারিক মরে॥
এ জনে অবজ্ঞা জানি কেহো কর চিত্তে।
নিজ ভাল চাহ যদি সাধ থাকে জীতে॥
সাংসারিক করে যদি সংসার সম্বন্ধে।
কৃষ্ণ পরিকর করি আপনারে বান্ধে॥
ইহাকে উত্তম কেবা আছে পৃথিবীতে।
সংসার নিষ্ঠুর করে কৃষ্ণেরপিরীতে॥
ভুবন-পাবন বলি এই সব জন।
না বুঝিয়া দোষে গানি কেহ দেহ মন॥
অনন্ত ভকতি কথা কে কহিতে জানে।
আজিহো না পায় ওর সহস্র বদনে॥
আমিত অধম জীব দেহময় পাপ।
নিরন্তর দগ্ধয়ে সাংসারিক তাপ।
আমার শকতি ভকতি কি জানি বিচার।
তাহাতে বিষম বুদ্ধি যোগের আচার॥
অনন্ত ভকতি কথা কি কহিতে পারি।
সর্ব্বপর ভক্তি যোগ কহে অধিকারী॥

ভক্তি যোগে শুদ্ধ হইয়া হয় জীবন্মুক্তি।
মুক্ত হইলে তবে হয় যে ভাব ভক্তি॥
এমত কে আছে ভাব ভকতি বিচারে।
যে বা কিছু জানে সেহো কহিতে না পারে॥
এ ভাব বিচার সভে শুনি ভাগবতে।
সেহো মধ্যে মধ্যে ভাব দেই বুদ্ধিমন্তে॥
বুদ্ধিমন্ত কেবা নহে, কার বুদ্ধি নাই ?
বুদ্ধি মাত্রে ভজে কৃষ্ণ বুদ্ধি যোগ পাই॥
বুদ্ধিযোগে আছে যারা জানে অনুভব।
সেই ত কহিতে জানে এই ভক্তি ভাব॥
আমি বুদ্ধিহীন ইহা জানিব কেমনে।
পিরীতি ভকতি-কথা অকথ্য কথনে॥
অনুভব যে জানে, সেহো কহিতে না জানে।
কহিতে যে জানে, সেহো না কহে বচনে॥
পরম নিগূঢ় কথা অকথ্য-কথন।
তভু অনুমানে কিছু কহিব এখন।
দাস্য পিরীতি কেহ করয়ে প্রভুরে।
সখ্যভাব করি কেহ প্রভু নাহি বলে॥
পুত্র বলি কেহে করে বাৎসল্য ভাব।
ত্রিবিধ পিরীতি তার শুনে লাভলাভ॥
দাস্য পিরীতি করে অধীন হইযা।
নিরপেক্ষ হয় পদে মধু গন্ধ পাঞা॥
ভয় ভক্তি করে সেই ঈশ্বর বলিয়া।
অপরাধ ডরে নিরন্তর কাঁপে হিয়া॥
সখ্য পিরীতি সেই হয়ে ত দ্বিবিধ।
একাকারে সিদ্ধ আর ভিন্নাকারে সিদ্ধ॥
এ বড় বিষম কথা যে জানিয়ে কিছু।
ব্যক্ত করিয়া সেই কহিব তা পাছু॥
সেই ত দ্বিবিধ সখ্য চতুর্ব্বিধ লেখা।
সখা, সুহৃৎ, সখা প্রিয় আর নর্ম্মসখা॥
পুত্র বলি ভজে যেই বাৎসল্য নাম।
অধীন ভকতি সেই প্রেম অনুপাম॥
কৃষ্ণ পুত্র—আপনি সে হয় পিতা মাতা।
কৃষ্ণ অধীন তার—সেজন করতা॥

অধীন না হইলে সে ভাবে পড়ে বাদ।
অধীন হইলে হয় ভকতি-বিবাদ।
কেবল পিরীতি মাত্র নাহি প্রভু নাম।
এতেকে বলিয়ে সেই ভক্তি অনুপাম।
সখ্য দ্বিবিধ সেই কহি বিবরিয়া।
বয়স্থে প্রসিদ্ধ আর গোপীগণ লঞা॥
কেহো সখা কেহো সখী, ভাবে লেখি এক
ভাবের প্রভাব দুই দেখ পরতেক।
কাম-সম্বন্ধে ভজে যত গোপীগণ।
বেশ বয়সে হয় ভাব উদ্দীপন।
সখীগণ ভজে কিবা বেশ বয়েসে।
হৃদয়ে নির্ব্বন্ধ মাত্র বন্ধুতার বশে॥
কামতত্ত্বে ভজে গোপী হাস পরিহাসে।
লীলা, লাবণ্য বেশ বিনোদ-বিলাসে॥
এই কামতত্ত্ব সখ্য দ্বিবিধ গণনা।
স্বকীয় বলিয়ে আর পরকীয় ভজন॥
স্বকীয় ভজনা ভজে রুক্মিণী সতী আদি
সর্ব্বভাবে ভজে তার প্রেম নিরুপাধি॥
নিজ বলি নিজ দেহে না হয় স্বতন্ত্র।
কৃষ্ণ আজ্ঞা-বশ নিরন্তর পরতন্ত্র।
নিজ অঙ্গে রূপে গুণে বৈদগধার সীমা
অনন্য মমতা করে নিরপেক্ষ প্রেমা॥
ভয় নাহি করে এই লোক পরমার্থে।
কৃষ্ণ স্বামী করি সেবা করয়ে কৃতার্থে॥
স্বকীয় কহিল সখ্য শুন সর্ব্বজন।
পরকীয় স্বভাবে কহি রাধিকার গুণ
যেই রূপে গুণে ভজে রুক্মিণী আদি সতী
সেই রূপে গুণে ভজে রাধা রূপবতী॥
ইহলোক পরলোক খাঞা সর্ব্ব আগে।
নিষিদ্ধ বলিয়া লোক বেদ বলে থাকে॥
সেই ভজনা কৃষ্ণে ভজে ত রুক্মিণী।
সেই ভজনীয় ভজে রাধিকা গোপিনী॥
একভাবে এক কৃষ্ণে ভজে সেই দোঁহে।
বেদে সতী রুক্মিণী, রাধিকা নাহি তাহে॥

এতেকে বলিয়ে সে দ্বিবিধ কামতত্ত্ব।
সত্ত্বরূপ কাম এই বেদেতে গণয়ে।
সৃষ্টিরূপ কাম সৃষ্টি তাহাতে গণিয়ে॥
আব্রহ্ম স্তম্বাবধি যত জীবগণ।
সভাতে যে কলারূপে আছে নারায়ণ॥
কামরস হইলে সভে করয়ে শৃঙ্গার।
সহজ স্বভাবে সৃষ্টি বাঢ়য়ে সংসার॥
সেই কামে জীব জন্মে, সেই কামে জীএ।
সত্ত্বগুণ বিষ্ণু তিঁহো আর না কহিয়ে॥
সভাকার আত্মা তিঁহো বলে সর্ব্বজনে।
সেই কাম উপজয়ে কেমন-কারণে॥
সভার কারণ সেই তার কে কারণ।
এ কথা বুঝিতে বড় সবিস্ময় মন॥
এতেকে বলিয়ে সেই মহাসত্ত্ব কাম।
পরমাত্মা নাম তার, স্বভাবে হয় ভিন্ন॥
এক নাম এক স্থান এক আচরণ।
পরশ নহিলে নয় ভাবের গ্রহণ॥
বিচ্ছেদের ডরে আর্ত্তি অনুরাগ হয়।
স্বকীয় স্ত্রীতে নাহি বিচ্ছেদের ভয়॥
তে কারণে স্বকীয়তে অনুরাগ নহে।
অনুরাগ বিনে প্রেম ভাব নাহি রহে॥
সাত্ত্বিক বলিয়া শাস্ত্রে অষ্টভাব কহে।
স্তম্ভ স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক প্রলয়।
বিবর্ণতা স্বর ভঙ্গ অনুরাগে হয়॥
অনুরাগ বিনে ভাব নাহিক তাদাত্ম্য।
কে কহিতে পারে অনুরাগের মাহাত্ম্য॥
অনুরাগে স্ত্রী রাধিকা কভু হয় কৃষ্ণ।
কভু কৃষ্ণ রাধা হয় রতিরস তৃষ্ণ॥
হেন অনুরাগ ভাব নাহি কোন প্রেমে।
ইহা বই নিজ নাহি, পর বলি নামে॥
এতেকে বলিয়ে ইহার রাগভক্তি নাম।
অনুরাগ বিনা ভক্তি যত দেখ আন॥
রাগসম্ভবা ভক্তি তেঁই নাম রাগ।
এ পথে ভজন যার—নাম রাগানুগ॥

শ্রীরাধিকা রুক্মিণী দুই প্রকৃতি স্বরূপা।
প্রকৃতি দক্ষিণা বামা লোকে করে কৃপা॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ এ দোহার প্রেমে।
সিক্ত মুক্ত নিরন্তর ডাহিন বামে॥
এতেকে জানিল কৃষ্ণ তিঁহো আধা আধা।
আধা ভেল রুক্মিণী আধা ভেল রাধা॥
প্রকৃতি বিহনে সেবা নাহিক তাহার।
প্রকৃতি বিহনে সৃষ্টি নাহিক সংসার॥
সৃষ্টির কারণ সেই রুক্মিণী দেবী।
সংসার বাসনা কৃষ্ণের সেই দ্বারে সেবী॥
শ্রীকৃষ্ণ বাসনা যবে কৃষ্ণ করে সাধা।
পরম পুরুষার্থ সেই দ্বারে করে রাধা॥
বিনা প্রকৃতিতে কৃষ্ণের নাহিক আকার।
আকার বিহনে লোক সেবা করে কার?
প্রকৃতির নিজগুণ রাগাদি ষড়বর্গ।
সত্ত্ব রজ তমো গুণযোগে জনমে নিসর্গ॥
এই রাগে অনুরাগে ভজয়ে ঈশ্বরে।
রাগানুগা ভক্তি এই কহিল সভারে॥
এই রাগে অনুরক্ত বিষয়ীর ভোগ।
বিষয় করিয়া তেঞি বলে সর্ব্বলোক॥
এই রাগের অনুবৃত্তি করে মহাভাগ।
নিবৃত্তি করিয়া করে রাগের বৈরাগ॥
এই রাগের বিরাগে উপজে যে কর্ম্ম।
তাহা না করিয়া সভে লভে শান্তিধর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ মদ মাৎসর্য্য।
ক্ষুৎ পিপাসাদি যত দেহ-সাহচর্য্য॥
দেহ সহিতে এই থাকে দেহ যোগে।
কেহো কাহো বিনে তিলেক না থাকে॥
শান্তি অবলম্বি কেহো ক্ষুৎ পিপাসা নিবারে।
দিব্যবস্ত্র ছাড়ি কেহো গাছের বাকল পরে॥
স্ত্রীপুত্রধনে জনে করে নির্ম্মমতা।
আপনাকে উদাসীন বলি মনঃ কথা॥
নির্ব্বিষয় বলি সেই বলে আপনাকে।
কেমতে নির্ব্বিষয় হয় বুঝাবা আমাকে॥

না খাইলে ক্ষুধা শান্তি হয় কোন মতে।
কেমতে বা পারে চিত্ত লোভ সম্বরিতে॥
পত্র কিম্বা পঙ্ক খাউক পশুর ভক্ষণ।
কেমনে হইবে তার শান্তির লক্ষণ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমান।
সকল ইন্দ্রিয় রাজা মন সে প্রধান॥
সত্ত্ব রজ তম—এই তিন গুণ আর।
পিতি বায়ু জল অগ্নি আকাশ আকার॥
যার যেই লিঙ্গ রূপ গুণ অনুমানি।
সভে একুমিলি কারু নাহি ভিন্নাভিন্নি॥
এই গৃহে গৃহস্থ জীব এই ধনে ধনী।
রাজা যেন ব্যবহার বিষ্ণু আপনি॥
যার যেই ধর্ম্ম তাতে তাহা নিয়োজিয়া।
ভুঞ্জয়ে সকল রাজ্য প্রজাগণ লইয়া॥
অহঙ্কার বলি এক করিয়া আশ্রয়।
অহঙ্কার অনুজ সেই মমতায়ে হয়॥
এই আমি আমার এই বলিতে কারণে।
নিজ নিজ কার্য্য করে ইন্দ্রিয়ের গণে॥
কাহার করম কেহ নাহি করে কভু।
সভাকার কার্য্য ভুঞ্জে একমাত্র প্রভু॥
জীবাত্মা ভূতাত্মা যেন হয় রাজা জন।
কেহ বা পালন করে কেহো বা পোষণ॥
জীবাত্মা ভূতাত্মা হয় প্রকৃতি পুরুষ।
প্রকৃতি পুরুষে যুক্ত পরমাত্মা স্বরূপ॥
পরমাত্মা নাম মহাপুরুষ প্রধান।
সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সেই সর্ব্বপ্রাণ॥
আত্মা আধার তার আধেয় আপনি।
আত্মার স্বভাবে লিপ্ত না হয় কথনি॥
আত্মার স্বভাব নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি।
বাত পিত্ত শ্লেষ্মা দেহে ত্রিধাতুক ব্যাধি॥
লোভ আদি যত বোল আত্মা সভার রাজা।
সর্ব্বধর্ম্ম লঞা করে পরমাত্মা পূজা॥
এ প্রভু না জানি যেই অহঙ্কারে মরে।
সেজন কেমনে রাগের নিবৃত্তি করে॥

রাগের নিবৃত্তি হয় এই ভক্তিযোগে।
রাগ শুদ্ধ করি সাধু হয় মহাভাগে॥
আপন স্বভাব সমর্পিয়া সে ঈশ্বরে।
ঈশ্বর-স্বভাবে পূজা প্রত্যহ সে করে॥
পরমাত্মার স্বভাব সে শুন সর্ব্বজন।
বিনোদ বিলাস লীলা এ রস লাবণ্য॥
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ তাহার।
রূপে রসে প্রকাশয়ে উজ্জ্বল বিহার॥
প্রাকৃত রস এই প্রকৃতির ধর্ম্ম।
প্রকৃতি বিহনে নহে এই সব কর্ম্ম॥
এই সে কারণে প্রভুর বৃন্দাবনে জন্ম।
প্রকৃতি হইল রাধা—এই তার মর্ম্ম।
ইহাতে সে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা হয়।
তে কারণে সব জন রাধা নাম লয়॥
দোঁহার নিগূঢ় স্নেহে উপজয়ে প্রেমা।
প্রেমার উপজে প্রভুর কি কহি মহিমা॥
আগে অহঙ্কার হয় তবে সে ভজনা।
অহঙ্কারে এ মমতা, মমতায় প্রেমা।
মমতা বিহনে নাহি মদ অভিমান।
অভিমান হইতে হয় রসের বিধান॥
মমতা বিহনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
বিচ্ছেদের ডরে অনুরাগ উপজয়॥
জ্ঞাতরস হইলে হয় রাগের উদয়।
রাগের পশ্চাতে তেঞি অনুরাগ হয়॥
রাগের পশ্চাতে হয় ভাবের উদয়।
রাগানুগা ভক্তি তেঞি দেখি রাগময়॥
উদ্দীপন আদি করি তাদাত্ম্য পর্য্যন্ত।
সকল জানিহ কৃষ্ণে মমতা সম্বন্ধ।

তথাহি—

অনন্য মমতা বিষ্ণো মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥১

---

(১) বিষ্ণুতে প্রেমসমাযুক্ত — অনন্য মমতাকেই

অনন্য মমতা যার প্রেম সঙ্গতা।
অনন্যতা কি বাখানে কিবা মমতা॥
অনন্য বুদ্ধি যার এক করি মানে।
দ্বিতীয়ে মমতা হয় জগজনে জানে॥
এতেকে জানিহ সেই এক হঞা দুই।
জীবাত্মা পরমাত্মা দুইতে একুই॥
ভক্তিযোগ কহি তেঁঞি অনন্য মমতা।
স্বভাব দোহার দুই তেঞি সে ভিন্নতা॥
পরমাত্মার স্বভাব ভজয়ে যেই জীব।
ভাব ভকতি করে প্রেম উপজীব॥
প্রেম সঙ্গতা এই ভক্তি যোগের পর।
স্বভাব জানিলে কৃষ্ণের করিয়ে আদর॥

তথাহি –

সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেননির্ম্মলম্।
হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥২

হৃষীকেণ হৃষীকেশের করিয়ে সেবন।
ভাবভক্তি করে সেই জানিহ সে জন॥
সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া ভক্তিযোগে।
নির্ম্মল হইয়া তবে থাকে ভক্তিমার্গে।
এতেক কহিল রাগানুগার প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস।

—॰—

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

(২) সর্ব্বোপাধিরহিত (অন্য বাঞ্ছাবিহীন) তৎপর (অনুকূল) ও নির্ম্মল (জ্ঞান, কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত) হইয়া ইন্দ্রিয় গণদ্বারা হৃষীকেশের (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার) সেবনকেই (অনুশীলনকেই) ভক্তি কহে।

[সন্ন্যাস খণ্ড]

আর এক কহি শুন ভাগবত কথা।
যে কিছু সন্দেহ আছে, যেবা হিয়া-ব্যথা।
গোকুল ছাড়িয়া কৃষ্ণ মথুরা বিজয়।
কংস বধ করি গেলা পিতার আলয়।
উগ্রসেনে রাজা কৈল কংসকে বিদায়।
এবড় সন্দেহ মোর লাগিল হিয়ায়॥
এতদিন রাখিল নন্দ পুত্র স্নেহ করি।
যশোদার ভাবে উদূখলে বন্দী হরি॥
কেনে এতদিন ছিলা ভাবে বশ হইয়া।
অধীনের হেন কর্ম্ম মা বাপ বলিয়া॥
এখন বা তা' সভারে ছাড়ে কি বিচারে।
ইঙ্গিতে কেমনে ভাব ছাড়িবারে পারে॥
সখ্য ভকতি করে গোয়াল বালক।
জগতেই জানে তাহা সভার পালক॥
গোপিকার প্রেমভক্তি কহিতে কে জানে?
নিরন্তর পরবশ ছিলা যার গুণে॥
এ সব কেমনে কৃষ্ণ ছাড়িবারে পারে।
কেমনে ছাড়য়ে এই সন্দেহ আমারে॥
ভাগবতে না পাইয়ে কথার সে গর্ভ। (ক)
ভকতের মুখে যে শুনিল এ সন্দর্ভ॥
বৈষ্ণবের কথায় সে বুঝি ভাগবত।
এতেকে কহিয়ে আমি শুনহ জগত॥
উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়।
এ কথা আমার শক্ত্যে কহন না যায়॥
কৃষ্ণের নিঠুরপনা কহিতে তরাস।
বলরাম সনে যুক্তি ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
নিভৃতে বসিল দুই ভাই এক ঠাঁই।
নন্দকে বিদায় দিব কেমন উপায়॥
বিদায় না দিব যবে যাব তার সঙ্গে।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত তিলেকেতে ভাঙ্গে॥
ব্যাস ভাষিত কথা দেবের রক্ষণ।
অদূরে সংহার হেতু আমার জনম॥

(ক) গর্ভ—আশয়

আমি প্রেমে বদ্ধ হইয়া রহিব এখানে।
ইঙ্গিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইব পত্তনে ॥
একভিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি আর ভিতে প্রেম।
যুক্তি দেহ বলরাম দুহ থাকে যেম ॥
বলরাম কহে শুন কথার সন্ধান সন্ধান।
বসুদেব বহি ইহা না কহিবে আন ॥
বসুদেব কহে সব পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত।
শুনিয়া বুঝিব কার্য্য সে নন্দ মহান্তী।
বলরাম সনে যুক্তি নিবড়িল যবে।
বসুদেবে কহে কথা বলরাম তবে ॥
ইঙ্গিতে বুঝিল সেই সব মহাশয়।
কেমনে কহিব কথা চিন্তিল হৃদয় ॥
তবে বলরাম গেলা কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
কহিল সকল কথা বসুদেব তাতে ॥
বিরস বদন কৃষ্ণ ছলছল আঁখি।
নন্দ হেন পিতা আমি কেমনে উপেখি ॥
শুন শুন ওহে ভাই প্রাণের বলাই।
কেমনে বাঁচিব নন্দে করিয়া বিদাই ॥
কেমনে বাঁচিব নন্দ যশোমতী মায়।
গোকুল নগরে আমি পাশরিব কায় ॥
তিলেক না দেখি আমা যেইজনা মরে।
কেমনে ছাড়িব আমি দুরন্ত অন্তরে।
কেমনে বাঁচিব মাতা রোহিণী আমার।
শ্রীদাম সুদাম দাম সঙ্গের ছাওয়াল ॥
শ্যামলী ধবলী বলি না ডাকিব আর।
তরুতলে বসি বংশী না পূরিব আর ॥(খ)
কালিন্দী কদম্ব তরু বৃন্দাবন বনে।
গোপ গোপীগণ আমি পাশরি কেমনে ॥
কহয়ে লোচন ইহা কহিলে কি হয়?
হৃদয়ে রহল শেল পাশরিলে নয়

এতেক বিলাপ কৈল কৃষ্ণ বলরাম।
বসুদেব গেলা নন্দ ব্রজরাজ স্থান ॥
নন্দ ব্রজরাজ কৈল সম্ভ্রম অপার।
চরণের ধূলি লৈঞা কৈল নমস্কার
বসুদেব বলে শুন প্রাণবন্ধু তুমি।
তোমার ভাগ্যের সীমা কি বলিব আমি ॥
এতদিন পুত্র তুমি পালিলে যতনে
প্রাণের অধিক তুমি করিলে পালনে ॥
অনেক সঙ্কটে কৃষ্ণ জীল তোমার ঘরে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে ॥
তুমি সে তাহার পিতা, কৃষ্ণ তোমার পুত্র।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহি শুন তার সূত্র ॥
অসুরে গ্রাসিল সব এ মহীমণ্ডল।
ধর্ম্মহীন হৈল লোক—পাপেতে প্রবল ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
স্বতন্ত্র বেড়ায় দিবানিশি নাহি জানে
পাপেতে আচ্ছন্ন সব ভৈগেল সংসার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দান পূজা নাহি দেবতার ॥
ঐ ছন দেখিয়া ব্রহ্মার দয়া উপজিল।
আস্তে ব্যস্তে ব্রহ্মা সৃষ্টি রাখিবারে গেল ॥
দেবগণ লঞা ব্রহ্মা করিলা স্তবন।
তুষ্ট হঞা বর তবে দিলা নারায়ণ ॥
অসুর সংহার হেতু জনম তাহার।
সভার অধিক ভাগ্য আমার তোমার।
মোর ঘরে জনমিয়া ছিলা তোর ঘরে।
আমি থুইলাম লঞা পাপ কংসের ডরে ॥
তোর ঘরে দুই ভাই ছিলা এতদিন।
লালিলে পালিলে তুমি, আমি ভাগ্যহীন ॥
কাতর হইয়া কিছু কহিতে ডরাই।
দিন কথো থাকুক এথা, যদি আজ্ঞা পাই ॥
আমি জানি তোর মোর নাহি ভিন্নাভিন্ন।
তোর ঘরে ছিলা, এথা থাকু কথোদিন ॥
এ বোল শুনিয়া নন্দ হৈলা অচেতন।
ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন ॥
স্তব্ধ হইল অঙ্গ অনিমিখ আঁখি।
পরাণ ছাড়িল যেন দেহ হেন দেখি ॥

(খ) পূরিব—বাজাইব

ঐ ছন দেখিয়া বসুদেব গেলা ঘর।
ছট ফট করে সব গোয়ালা অন্তর ॥
কেহো কান্দে, কেহো বোলে কি বোল
কি বোল।
কৃষ্ণ কি ছাড়িল নন্দ-যশোদার কোল ?
কেহো নন্দ নন্দ বলি ডাকে তার কাণে।
অনেক শকতি নন্দ পাইল চেতনে।
চেতন পাইয়া রাম কৃষ্ণ বলি ডাকে।
ঘর যাই—আইস বাপু চুম্ব দেউ মুখে ॥
চানূর মুষ্টিক পাপ কংসরাজ হাতে।
মৃত্যু এড়াইলে ভয় ঘুচিল তাহাতে ॥
সঙ্কট ঘুচিল বাপু আইস করি কোলে।
বুকের উপর করি লইয়া যাই ঘরে ॥
কোথা গেলে আরে ভাই বাসুদেব মিত।
এতদিন ধরি এই ছিল তব চিত ॥
এতদিন নাহি জানি কৃষ্ণ তোর পুত্র।
এতদিন নাহি জানি এই সব সূত্র
এখন সে লাগ পাঞা হেন কর্ম্ম কর।
উগ্রসেন রাজা হৈল—এই বল ধর ॥
এ বোল বলিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইল।
কৃষ্ণগতচিত্তে নন্দের সমাধি লাগিল ॥
প্রেমায় বিহ্বল যেন কৃষ্ণ আছে বুকে।
কৃষ্ণ কোলে করি যেন চুম্ব দিছে মুখে।
ঐছন বাসয়ে কৃষ্ণ-শোক নাহি আর।
আচম্বিতে পরিতোষ পাইল গোয়াল ॥
অশোক হইল সব গোয়ালা হৃদয়।
শকট চালাঞা দিল অ্যপন আলয় ॥
কথো দূর গিয়া পুন চমকিত চিতে।
চারিদিকে চায় কৃষ্ণ না পায় দেখিতে ॥
কৃষ্ণ বলয়াম নাহি, যাই কিবা লৈয়া।
গোকুলে প্রবেশিব আমি কি বোল বলিয়া ॥
না যাইব ঘরে কেহ জ্বালহ আগুনি।
পুড়িয়া মরিব—সবে এই ভাল মানি ॥

কৃষ্ণ বলরাম দুই আঁখি সে সভার।
আঁখিহীন অন্ধজনার কি কাজ জীবার ॥
আত্মা পরমাত্মা দুই কৃষ্ণ বলরাম।
মরা কি জীয়ন্ত হয় ছাড়িলে পরাণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে তথা যায় ধীরি ধীরি।
নিকট হইল দেখে গোকুল নগরী
শকটের শব্দ হইল গোকুল নগরে।
ধাওয়া ধাই সব লোক আইল বাহিরে ॥
কৃষ্ণ বলরাম আইলা—উঠিল এই ধ্বনি।
আনন্দে ধাইয়া যায় যশোদা রোহিণী ॥
ঊর্দ্ধ মুখে ধায় দেবী নগর—বাহিয়ে।
সর্ব্বলোক ধায় কেহো নাহি বান্দে থিরে ॥
যশোদা দেখিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইযা।
শকট হইতে পড়ে গাত্র আছাড়িয়া।
সকল গোকুল কাঁদে—নাহিক সম্বিত।
বিবশ সকল লোক উনমত চিত।
দেখিয়া যশোদা দেবী চমকিত হইল।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহা দেখিতে না পাইল।
নন্দকে পুছয়ে কৃষ্ণ বলরাম কোথা।
বজ্র পড়িল হেন বাসো মোর মাথা
মূর্চ্ছিত হইল সবে আউদর চুলি। (গ)
ভূমে গড়াগড়ি বুলে উন্মত্ত পাগুলি ॥
আকান্দ কান্দনে কান্দে কৃষ্ণ বলি ডাকে।
গোকুল নগরে অন্ধকারময় দেখে।
আমারে ছাড়িয়া বাপু কেমনে থাকিবে।
মা বলিয়া আর তুমি মোরে না ডাকিবে ॥
সে হেন সুন্দর মুখে নাহিদিব চুম্ব।
আজি হইতে শূন্য হইল কালিন্দী কদম্ব ॥
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বিনে নাহি মোরা

(গ) আউদর চুলি—আলুলায়িত কেশা।

ক্ষীর নাড়ু নবনীত দধি দুগ্ধ সর।
আখটি করিয়া মোরে না মাগিবে আর ॥

কেমনে বা জীব তোর সঙ্গের ছাওয়াল।
না দেখিব তা সভার সংহতি গোপাল ॥

কলভের (ঘ) মাঝে যেন করিবর সাজে।
মদমত্ত সিংহ যেন শাবকের মাঝে ॥

আগে যায় গাভী সারি, পাছে বৎসগণ।
মাঝে দুই ভাই মত্ত গজেন্দ্র গমন ॥

গোকুল নগরে না দেখিব তেন রূপ।
আচম্বিতে নিভাইল ঘরের প্রদীপ ॥

কে মোর কাড়িয়া নিল আঁখির পুতলি।
অন্ধকার দশদিকশূন্য সে সকলি ॥

প্রাণের অধিক তোর শাওলী ধবলী।
কেমনে সহিব বাপু তা সভার বিকলী ॥

কালিন্দী কদম্ব বৃন্দাবন পাশরিলে।
কেহ নাহি জীব বাপু তোমা না দেখিলে ॥
গোয়াল ছাওয়াল কান্দে করি কোলাকুলি।
তুমি কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ দোঁহে দোঁহা বলি ॥
ক্ষণে গা আছাড়ি তারা পড়ে ভূমিতলে।
কৃষ্ণ আইলা কৃষ্ণ আইলা কেহো কেহো বলে
কেহো বলে বেত্রবংশী শিঙ্গা কর সাজ।
সবে বলে চল যাই রাজধানী মাঝ ॥
নারীগণ কান্দে সব—চক্ষে জল ঝরে।
মুখে বাক্য নাহি পুন বুক পুড়ি মরে ॥
তরুলতা গাছ সব শুকাইল পাতা।
পশুপাখী কান্দে সব হেঁট করি মাথা ॥
গোপীগণ কান্দে সব মুখে নাহি রা'।
হিয়ায় আগুনি পোড়ে কি কহিব তা' ॥

কহয়ে লোচন দাস দুঃখিত হিয়ায়।
সে সব দুঃখেতে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥

অথ দীর্ঘ ছন্দ

ঝরঝর নয়ান ঝরে, মুখে বাণী না নিঃসরে,
ধাওয়া ধাই যায় নন্দ যথা।
কার পদ নাহি চলে, সেইখানে পড়ি ঢলে
কে কহু তার মন ব্যথা ॥
বস্ত্র না সম্বরে গায়, লাজ ভয় খাওা ধায়,
শেল বাজিল যেন বুকে।
অন্তরে লাগিল ঘুনে, নন্দের কান্দনা শুনে,
বাহিরেতে যেন মরা থাকে ॥
আগু পাছু নাহি গণে, গুরুগর্ব্বিত নাহি মানে,
পুছিলে না কহে কিছু মুখে।
সদা তার রূপ গুণ, মনে পড়ে অনুক্ষণ,
শূন্য হইল দেহেন্দ্রিয় সুখে ॥
যেখানে যে কৈল খেলা, যে করিল বনের মেলা,
আগুণ ঝলক উথলিল।
তিলে তিলে মনে পড়ে, অন্তরে গুমরি মরে;
জর্জর এ জ্বরে জারিল ॥
কাঁদিতে না পারে রায়, ছটফট করি ধায়,
কালিন্দী কদম্ব তরুতলে।
বিষানলে পোড়ে গা, আপাদ মস্তক যা,
ঝাঁপ দিল কালিন্দীর জলে ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, কাঁচা নাহি তার পাতা,
দাবাগ্নিতে পোড়ে তার গা।
পাখীগণের পাখা নাহি, পশুগণে ঝিমাই,
চুণ্ডা শব্দ নাহি শুনি রা' ॥
মূর্চ্ছিত সকল জন, কান্দে মাত্র অচেতন,
দিবারাত্রি নাহিক গোকুলে।
চাঁদ লুকাইল ডরে, পাছে পোড়াইয়া মারে,
কৃষ্ণহীন দিন অন্ধকারে ॥
সকল গোকুল কাঁদে, কেহো স্থির নাহি বান্ধে
পশুপক্ষী বৃক্ষ আর লতা।
কাতরে লোচন কয়, সে দুঃখ কহিলে নয়,
কে জানে সে অন্তরের ব্যথা ॥

—o—

(ঘ) কলভ—করী শাবক

ঐছন সময়ে কৃষ্ণ চতুর সুজান।
মনে অনুমানি সভার রাখিতে পরাণ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সভার চিত উতরোল।
সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণরসে ভোর॥
গিলিল সকল দেহ বিরহ-বিয়াধি।
আঁখি মুখে চিবুকেতে লাগিল সমাধি॥
আঁখিতে দেখয়ে কৃষ্ণ মুখে কহে বাণী।
কোথা গিয়াছিলে ব'লে কোলে টানাটানি॥
বুক ভরি কোলে করি মুখে দেই চুম্ব।
প্রেম-অনুরূপ কেহ আলিঙ্গয়ে অঙ্গ॥
শোক দূরে গেল হিয়ায় আনন্দ-লহরী।
তিলেকে বিচ্ছেদ দুঃখ সকল পাশরি॥
সভার অন্তরে ভেল কাছে আছে কৃষ্ণ।
গোপীর অন্তর ভেল রতিরস-তৃষ্ণ॥
যে রসে যাহার রতি সে রস সে চাহে।
আলাপে ভাঙিল নহে অনুরাগ যাহে॥
অনুরাগ বিনা প্রেম যত দেখি আর।
সানুরাগ মাত্র দেখ সব গোপিকার॥
আত্মা সভার তেঁহো,—আত্মার স্বভাবে।
আত্মা হঞা শান্ত কৈল তা সভার ভাবে॥
রাস-রসিক কৃষ্ণ পরমাত্মা নাম।
রূপলাবণ্যরসপ্রেম অনুপাম॥
কৃষ্ণ তাহার হয় গুণ-ভাব-ভোরে।
আত্মার স্বভাবে তেঞি প্রকট সভারে॥
পরমাত্মা নাম তার গুপ্ত ব্যবহার।
আত্মার স্বভাব হন সব গোপিকার॥
পরমাত্মা কৃষ্ণ তার ব্যভিচার ধর্ম্ম।
এইভাব গোপিকার শুন তার মর্ম্ম॥

তথাপি শ্রীভাগবতে—১০।৪৭

ক্কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরী র্ব্যভিচার-দুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয় স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥১

একে স্ত্রীজাতি বামা—তাহে ব্যভিচারী।
তাহে বনচারী—নাহি ধর্ম্মে অধিকারী॥
আমরা জানিয়ে কৃষ্ণ পরম পুরুখ।
যোগেন্দ্র না জানে তাহা কি জানে মূরুখ॥
সভাকার পরমাত্মা আত্মারামেশ্বর॥
শিব শুক নারদাদির ভক্তি-অগোচর॥
হেন প্রভু গোপীনাথ গোপিকার ভাবে।
নিরন্তর পরবশ প্রেম অনুরাগে॥
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা সর্ব্বজন-প্রাণ।
কোথা বা এ ভাব রূঢ়—ব্যভিচারী নাম॥
এই ভাব রূঢ়—তাহা বুঝিব কেমনে।
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা কোথা গোপীগণে॥
এতেক বিচার উদ্ধব করে মনে মনে।
পরার্দ্ধ শ্লোক এই করিল বাখানে॥
মনে মনে অনুমানি কহিছে উদ্ধব।
এতকাল নাহি ছিল এই অনুভব॥
এখনে জানিল কিছু এ দোঁহার মর্ম্ম।
দোঁহে দোঁহাকার বশ অনুরাগ ধর্ম্ম॥
হিয়া অনুরাগ জানি সম্বোধন ল'নু।
অনুক্ষণ ভজনা কহয়ে আছে জনু॥
সর্ব্বাত্ম-ভজনা—এই গোপিকার ভাব।
নূতন করয়ে অনুক্ষণ অনুরাগ॥
এতেকে কহিল অনুরাগ-ভক্তি যার।
সাক্ষাতে বিলসে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি তার॥

---

(১) এই বনচারিণী ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীগণই বা কোথায় আর এই পরমাত্মা কৃষ্ণে ইহাদের রূঢ়ভাবই (পরম প্রেমই) বা কোথায়? অহো! অগদরাজ (অমৃত) সেবা করিলেই যেমন মঙ্গল ফল প্রসব করে—তদ্রূপ ঈশ্বর-ভজনকারী তত্ত্বজ্ঞানহীন হইলেও তাহার ভজন-প্রভাবে পরম মঙ্গলই হইয়া থাকে।

আর কিছু শুন এবে ভাবের মহিমা।
জানিয়া না জানে অনুপাম প্রেমা॥
কত কত বীররূপ দেখিয়াছে যবে।
পুন দেখি বলে হেন নাহি দেখি কবে॥
বিলাসে নাহিক তৃপ্তি—নিতি সে নূতন।
ঈশ্বর ভজয়ে পুন না জানয়ে মন॥
ভাবের স্বভাব এই মন করে পুন।
ইহার উপমা উদ্ধব দিল তাহা শুন॥
ঔষধ নহে, পুন ঔষধের রাজা।
সর্ব্ব ব্যাধি-উপযুক্ত না জানে পরজা॥
নিজ সুখে ভুঞ্জে সেই রসনাতে মিষ্ট।
ব্যাধির ঔষধে হবে অরুচি অনিষ্ট॥
জিহ্বার আস্বাদে খায়—ব্যাধির নৈরাশ।
এই ত উপমা দেই—উদ্ধব হরিদাস॥
এই ভাব গোপীর তেঞি নারে ভাণ্ডিবারে।
আপন অন্তর কথা কহে উদ্ধবেরে॥
রাস-রসিক কৃষ্ণ পরমাত্মা নাম।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে বলে আত্মারাম॥
আত্মাতে যে রমে তাকে বলে আত্মারাম।
আপনা আপনি রমে হেন হয় জ্ঞান।
বিশেষ করিয়া কহে আত্মারামেশ্বর।
আত্মারাম কেবা কহ তাহার ঈশ্বর॥
আত্মারাম আত্মারামেশ্বর নহে এক।
একই কেমনে হয়—দোঁহে পরতেক॥
আত্মা মাত্র বিষ্ণু ইহা বলি সভে বলে।
আত্মাতে রময়ে কেবা কে তার ঈশ্বরে।
এই দুই নাম কৃষ্ণের কহে ভাগবতে।
বৃন্দাবনে গোপী সনে রাসের বেলাতে।
রাসের বেলাতে কেন এই সব নাম।
এমন হইয়া কেনে আচরয়ে কাম।
যদি বা বলিবে কৃষ্ণ দয়ার কারণে।
আত্মারামের ধর্ম্ম তবে রাখিবে কেমনে॥
যদি বা বলিবে কৃষ্ণ ভকত-বৎসল।
অভক্ত জনেরে ত্যাগ ইথে মন ধর॥
এই ত সন্দেহ বড় হৃদয়ে আমার।
কাহারে পুছিব কেবা আছে আপনার॥
বৈষ্ণবের পাদপদ্ম করোঁ শিরোপরি।
শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর হামারি॥
তাঁহার দুখানি পদ পরাণ আমার।
সে পদ ভরসা বিনু গতি নাহি আর॥
সে পদ ভাবিয়া আমি করোঁ অনুমান।
যুক্তিপর হয় যদি রাখিহ প্রমাণ॥
ভূতাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা আর।
ভূতের স্বভাব সে জীবের অধিকার॥
ভূমি, অগ্নি, জল, বায়ু আর আকাশ।
যার যেই রূপ গুণ তেমত প্রকাশ।
যার যেবা গুণাগুণ সে তাহা আচরে।
কাহার স্বভাব ধর্ম্ম কেহ নাহি করে।
সকল ইন্দ্রিয়-রাজা মন সে প্রধান।
সভার স্বভাবে রমে নাহিক এড়ান॥
ভূতাত্মা রমে তেঞি আত্মারাম নাম।
আত্মারামেশ্বরেশ্বর পরমাত্মা নাম॥
যোগেশ্বরেশ্বর ধর্ম্ম ব্যভিচারী ভাব।
অলৌকিক অবৈদিক শ্রেষ্ঠ সভাকার॥
সেই ভাবে ভজে গোপী করে ব্যভিচার।
সানুরাগা ভক্তি এই সভাতে অধিক॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরো হরিঃ॥
প্রহস্য সদয়ং গোপী রাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥২॥

---

(২) গোপীগণের ঐ প্রকার বিহ্বলতাপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সেই যোগেশ্বর হরি গোপীগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া হাস্য করিলেন এবং স্বয়ং আত্মারাম হইলেও কিন্তু তাহাদের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বত্মার ধর্ম্ম ভুঞ্জে ধর্ম্ম আপনার।
বিলাস বিগ্রহ তেঞি হয় রাধিকার॥
বিলাস-বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণের সমান।
না জানিয়া ন্যূন বুদ্ধি করে অগেয়ান॥
এতেকে কহিয়ে রাধার সানুরাগ প্রেমা।
রাসবিলাস-রস লাবণ্যের সীমা॥
মহারাস-বিলাস-বিগ্রহ বৃন্দাবনে।
মহারাসে গোপীগণ ছাড়িলা কেমনে॥
কেনে বা ছাড়িল—ইহার কে জানে কারণ।
অনুমানে যে কহিয়ে এবে তাহা শুন॥
[বুদ্ধি অনুরূপ আমি কহিব এখন।
যুক্তিপর হয় যদি রাখিহ বচন॥
পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম অবতার।
একজনে তিন লীলা সম ব্যবহার॥
এই যে কহিলা কথা অপ্রমাণ নহে।
শাস্ত্র জানিয়া রূপ সনাতন কহে॥

তথাহি—

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং তু ব্যুৎক্রমাৎ।
পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ॥
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা প্রোক্তা তত্তদ্ভেদৈরনেকধা॥৩

অতএব কহিয়ে কৃষ্ণের তিন অবতার।
যখন যে লীলা হয় তাহার বিচার॥
আর কেহ যুগ অবতারের স্বভাবে।
কেহো অংশ অবতার হয় যথা লাভে॥
পূর্ণ অবতার হয় কাহার শকতি।
মহাবিষ্ণু নামে পূর্ণ সবে এক ব্যক্তি॥
যার লোমকূপে উপজয়ে ব্রহ্ম-ডিম্ব।
ডিম্ব-মধ্যে হরি হর বিরিঞ্চির জন্ম॥
নিঃশ্বাসের কালে অবলম্বে অবতার।
নিঃশ্বাস-বিলয়ে হয় সভার সংহার॥
হেন মহাবিষ্ণু অবতার যার লিখি।
যুগাবতারাদি যতেক বলি থাকি॥
হেন রসরাজ প্রভু বৃন্দাবন-নাথ।
ইচ্ছারূপা মহারসা রাধিকার সাথ॥
নিজ নিজ ধর্ম্মে বৃন্দাবনেতে বিহার।
ছাড়িয়া লভিল জন্ম যেন আরবার॥
পূর্ণতম ছাড়ি পূর্ণতর মথুরাতে।
পূর্ণ অবতার লিখি দ্বারকা পুরেতে॥
এইত কারণে মোর চিত্তে অনুমান॥
কহিল লোচনদাস এই সমাধান]†

(৩) কৃষ্ণলীলা ত্রিবিধ এবং লীলা-ভেদে কৃষ্ণও ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হন—গোকুলে কৃষ্ণ—পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ।

† [বন্ধনীর অংশটুকু প্রাচীন পুঁথিতে নাই।]

—o—

শেষখণ্ড ॥

যে নিমিত্তে ছাড়ে তার কহিয়ে কারণ।
কেমনে ছাড়িল—তার শুন বিবরণ॥
মহারাস-রসে রাধা-সহিত বিলাপ।
দুঁহে দোঁহা রমে দেখ রসের প্রতাপ॥
আপনে সে মহারস লয় মহারস।
আপনে আপনা রমে আকার-ভেদ বশ॥

অত্র বেদপ্রমাণং—

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি॥ ১

আপে রস, রস রসে কেমন বিধান।
আপনি আপনা এই হইলে হয় জ্ঞান॥
* [এক জ্ঞানে প্রেমভক্তি উপজে কেমনে।
প্রেম বিনু অনুরাগ না হয় কখনে॥
অনুরাগ সনে প্রেম হয়ে একযোগ।
তবে উপজয়ে ভাব বিলাস সম্ভোগ॥]
ভক্তি প্রেম অনুরাগ ভাবের কারণ।
চাতুরী করয়ে কৃষ্ণ শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি গীতায়াং—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাব-সমন্বিতাঃ॥ ২

আমি যে সভার স্থান আমা হইতে জন্ম।
আমা বহি কেহ নাহি কহিল যে মর্ম্ম॥
ইহা জানি ভাবযুক্ত হইয়া ভজ মোকে।
সুপণ্ডিত হয় যদি বুদ্ধিমান লোকে॥

বুঝত কেমত কহে ভাব-ভজনা।
অক্ষরের ব্যাখ্যান কহে—জ্ঞান কহনা॥
বুঝিতে বিষম বড় ভাগবত পুরাণ।
বুদ্ধিহীন মুঞি তবু কহোঁ অনুমান॥
চাতুরী কৃষ্ণের হেন শুন সর্ব্বজন।
অনুরাগ ভাব-ভক্তি পথের কারণ॥
আপনে পুরুষ হয় আপনে প্রকৃতি।
দুইরূপে দোঁহে হয় রসের আকৃতি॥
দুই এক বস্তু আকারে ভিন্নাভিন্ন।
যে মতে হয় রসোৎপত্তি করয়ে তেমন॥

তথাহি ভাগবতে—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতি র্যয়া।
হরি র্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥ ৩

পূর্ব্বে কহিল এই আছে সৃষ্টিক্রম।
নারী পুরুষে ভেদ করে, সেই হয় ভ্রম॥
সৃষ্টির নিমিত্ত আর রমণ কারণ।
এক বস্তু ভেদাভেদ শুনহ বচন॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে—

স্বয়ং হি বহবো ভূত্বা রমণার্থং মহারসঃ।
তয়াতিরসয়া রেমে প্রিয়য়া চৈকরূপয়া॥৪॥

এই যে কহিল সৃষ্টি, রমণ-কারণ।
তাহাতে দুর্লভ আর ভাবের ভজন॥

---

* [বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ প্রাচীন পুঁথিতে নাই।]

(১) শ্রীকৃষ্ণ রস স্বরূপ—তিনি রসাস্বাদন করিয়াই পরমানন্দ লাভ করেন।

(২) আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান; আমা হইতেই সকলের জন্ম হয়—এই বুদ্ধিতেই ভাবযুক্ত হইয়া পণ্ডিতগণ আমাকে ভজন করেন।

(৩) যাহাতে হরির তুষ্টি হয়—তাহাই কর্ম্ম। যে বিদ্যা দ্বারা হরিতে মতি হয়—তাহাই বিদ্যা। শ্রীহরিই সকল প্রাণির আত্মা—তিনি স্বয়ং প্রকৃতি ও ঈশ্বর (পুরুষ) বটেন।

(৪) মহারস স্বয়ংই রমণের জন্য বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একরূপা (অভিন্নমূর্ত্তি) সেই অতিরসা (মহারসময়ী) প্রেয়সীর সহিত রমণ করিয়াছেন।

তথাহি—

এবং সৃষ্টিক্রমঃ কিন্তু ভাবোঽস্ত্যস্যাতি
দুর্লভঃ ॥৫॥

দাম্পত্য-ভজনে আছে এই সৃষ্টিক্রম।
উপপত্য ভজনা এই ব্যভিচার ধরম॥
স্বকীয় ভজনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
তেকারণে ভাব তাতে নাহিক উদয়॥
উপপত্যে ভাব অনুরাগ প্রকাশ।
তে কারণে বৃন্দাবনে রসের বিলাস॥
রাসেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন-নাথ।
রাস-বিলাস শত শত গোপী সাথ।
একা কৃষ্ণ কত গোপী কহিতে না পারি।
প্রভু-আরাধনে দেখ রাধার চাতুরি।
প্রভু ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিব কারণ।
আপনার সমান সৃজিল গোপীগণ॥

প্রমাণং যথা—

তদা মে রতিঃ সংবৃত্তা সম্ভোগ-রসবৃদ্ধয়ে।
তদিচ্ছাত্ম-প্রভাবেণ সাসূয়ত সমা রমাঃ॥৬॥

এইভাব বৃন্দাবনে কৈল পরচার।
কেমনে বুঝিব এই ভাবের বিচার॥
এতেকে বলিয়ে কৃষ্ণ পরম পুমান।
পরকীয়া নারী রাধা তাহার সমান॥
রাধিকার সহচরী যত গোপীযূথ।
তাহাতে কতেক যূথপতি শতে শত॥
অতএব কহিয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ।
তার ভাবে ভজে গোপী রতিরসতৃষ্ণ॥
এতেকে জানিবে কৃষ্ণের ব্যভিচার ধর্ম্ম।
এইভাবে গোপীভাব কহিল এ মর্ম॥

বিচ্ছেদে কেমনে শান্তি হইল তা সভার।
বিনি রতিরসে কি অনুভব হয় তার॥
আত্মার স্বভাবে শান্ত হইলা গোপীগণ।
শান্ত রহিলা গোপী যাহার কারণ॥
সে রস লভিল তারা বিচ্ছেদ কেমতে।
কৃষ্ণ-রতিরস ভুঞ্জে কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
এতেক কহিল সব পুরুব কথন।
গোপীকে কহিল উদ্ধব কৃষ্ণের বচন॥

তথাহি ভাগবতে—

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।৭

এ বচনে পূর্ব্বস্মৃতি হইল সভারে।
কৃষ্ণ যেই বস্তু হয়—আপনে আচরে॥
অতএব কহিল শ্লোক বুঝিতে বিষম।
অনুভব জানে যার এমন নিয়ম॥
কৃষ্ণ বোলে তোর মোর কভু নাহি ভেদ।
তোর মোর সর্ব্বাত্মা নাহিক বিচ্ছেদ॥
তোর সর্ব্বেন্দ্রিয় বিনে মোর নাহি গতি।
মোর সর্ব্বেন্দ্রিয় বিনে তোর নাহি স্থিতি॥
ভূতাত্মার আধারে যেন ভূতাত্মার স্থিতি।
ভূতের স্বভাবে কর্ম্ম নাহিক তৃপিতি॥
আবির্ভাব অন্তর্ভাব এই মাত্র দুই।
আবির্ভাবে তোর মোর অন্তরে একুই॥
সর্ব্বত্র সবাতে আছে পুন অবেকত।
সর্ব্বকাল সর্বত্র আছয়ে প্রেমপথ॥
অহঙ্কারে মরে লোক না জানে ভজনা।
আমা নাহি জানে আর না জানে আপনা॥

---

(৫) এই প্রকারেই (পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেই) সৃষ্টি রচনা হইতে থাকে। কিন্তু এই-ভাবের ভজন অতি দুরূহ।

(৬) তখন শ্রীকৃষ্ণের রতি সম্পাদন হইতে লাগিল। সম্ভোগ-রস বৃদ্ধির জন্য তখন তাঁহার ইচ্ছা-প্রভাবে সেই প্রকৃতি (রাধা) সমান-রূপ-গুণবতী রমণীসমুদয় প্রকট করিলেন।

(৭) হে গোপীগণ! তোমাদিগের সহিত আমার বিরহ কখনও সর্ব্বাত্মভাবে (সর্ব্বথা) নহে।

তুমি মোর প্রাণ—আমি তোমার পরাণ।
অনুভবে জানি এই শ্লোকের ব্যাখ্যান॥
যার অনুভব সেই বুঝিল কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ পাইল নিজ হিয়া মাঝ॥
কহয়ে লোচন আমি কহি অনুমানে।
হয় নয় বুঝি কহ সর্ব্ব বুদ্ধিমানে॥
আবির্ভাবে প্রেমভক্তি কেন মতে হয়।
সর্ব্বকালে ভগবান্ সাক্ষাত সে নয়॥
অসাক্ষাতে সাক্ষাৎ হয় এ বড় বিষম।
অনুমানে জানি ইহা অকথ্য কথন॥
পরম বিষম প্রেমভক্তির আচরণ।
শুনিলেহ নাহি জানে কুপণ্ডিত জন॥
যেবা কিছু জানে সেহো কহিতে না জানে।
কৃষ্ণের মরম কথা জানে বা কেমনে॥
বড় বুদ্ধিমান্ হয় বুঝিবারে পারে।
হেন অধিকারী কোথা যে ইহা আচরে?
অনীশ্বর হইয়া যেই এ আচার করে।
তৎকালে বিনাশ পায় অভিমানে মরে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।৩৩

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং
বিষম্ ॥৮॥

তোর সর্ব্বাত্মাতে আর মোর সর্ব্বাত্মাতে।
কবহুঁ নাহিক ভেদ সবহুঁ সভাতে॥
আত্মার আধারে যেন ভূতাত্মার স্থিতি॥
বায়ু, বরুণ, অগ্নি, আকাশ আর ক্ষিতি॥

ইহার অন্তর, গুণ কিছু আছে মন্ত্রে।
প্রমাণ তাহাতে আছে সারস্বত তন্ত্রে॥

একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৯॥

সর্ব্বভূতস্থ হইলে হয় সবার শরণ্য।
এ দোঁহার আরাধনে উপজয়ে পুন্য॥
সর্ব্বভূতস্থ নহিলে কেমনে ভজে লোক।
দেহ সমর্পণা নহে, ঠাকুর পরোক্ষে॥
দেহ ধর্ম্ম সমর্পণা কেমতে পরোক্ষে।
এতেকে বসয়ে প্রভু সভার আত্মাতে॥
প্রকৃতি পুরুষ তাহে হয় উপাসনা।
প্রকৃতি আপনা জানে পুরুষ আপনা॥
কৃষ্ণের করুণা নাহি জানে যেই লোকে।
অহঙ্কার হইতে হয় নানা দুঃখ শোকে॥

তথাহি ভাগবতে—৭।৭

কো বা প্রয়াসোঽস্থুরবালকা হরে
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষ-দেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥১০॥

সর্ব্বভূতস্থ প্রভু এই ত কারণে।
ঐক্য নিমিত্ত ভক্ত ভয় পায় মনে॥
ঐক্য নহিলে দেহ-সমর্পণা নহে।
তে কারণে আপে প্রভু সর্ব্বভূতে রহে॥

---

(৮) অনীশ্বর (মর্ত্ত্যলোক) কখনও মনে মনেও এইরূপ আচরণ করিবে না। মূর্খতাবশতঃ আচরণ করিলেও তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শিব সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিতে পারেন—কিন্তু তদ্‌ব্যতীত অন্য কেহ তাহা পান করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

(৯) মহাবিষ্ণুর 'পুরুষ' নামে তিনটী স্বরূপ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ মহৎস্রষ্টা (প্রকৃত্যন্তর্য্যামী), দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী এবং তৃতীয় পুরুষ সকল জীবের অন্তর্য্যামী। ইঁহাদিগকে জানিয়া জীব সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

(১০) হে অসুর-বালকগণ! নিজ হৃদয়ে আকাশবৎ অবস্থানকারী হরির আরাধনে কি প্রয়াসই

মহারাস-রসে মহোৎসবের বেলে।
বিভোল হইয়া গোপী কৃষ্ণ করে কোলে॥
নৃত্যের আবেশে গোপী কিছুই না জানে।
আচম্বিতে অন্তর্ধান কৃষ্ণ সেইক্ষণে॥
সভাকে ছাড়িয়া এক গোপী লঞা গেলা।
মরয়ে কাঁদিয়া গোপী বিরহে বিহ্বলা॥
কেনে বা সবাকে ছাড়ি কেনে একসঙ্গ।
এমন সময়ে কেনে করে রসভঙ্গ॥
এ বড় সন্দেহ মোর হৃদয়ের ব্যথা।
আরো ত শুনহ কিছু মরমের কথা॥
কৃষ্ণ হারাইয়া গোপী হইল অচেতন।
বিহ্বল হইয়া গোপী ভ্রমে বনে বন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা মৃগ আদি যত।
একে একে পুছে গোপী হইয়া মূরছিত॥
বিকল হইয়া গোপী না পাই উদ্দেশ।
কৃষ্ণগত-চিত্ত গোপী ধরে নানা বেশ॥
কেহো কৃষ্ণ হয় কেহো হয়ত শকট।
কেহো দৈত্য হ'য়ে মূর্ত্তি ধরয়ে বিকট॥
কেহো ত পূতনা হঞা পিয়ায় বিষস্তন।
কেহো কৃষ্ণ হঞা পিয়ে পশারি বদন॥
এ বড় সন্দেহ মোর ঘুচাইবে কে?
কি ভাবে বা পিয়ে স্তন, পিয়ায় বা কে?
ব্যভিচারভাবে ভজে রাসে বৃন্দাবনে।
সে কালে বিচ্ছেদ ভাব—এ ভাব কেমনে?
কেনে বা পূতনা হয় যে কৃষ্ণের বৈরী।
এমন কেন বা হয় বুঝহ বিচারি॥
এ বড় সন্দেহ হিয়ায় লাগিল আমার।
এ বুক বিদরে—কথা শুন বলি আর॥
সব গোপী ছাড়ে কৃষ্ণ নিরপেক্ষ হঞা।
ছাড়িতে নারিল যাহা সঙ্গে গেলা লঞা॥
কি গুণে তাহারে কৃষ্ণ ছাড়িতে নারিল।
কতদূর গিয়া কেনে তাকেও ছাড়িল॥
এমত প্রেয়সী যেই তাকে কেন ছাড়ে।
কেনে বা তাহার ভাবে এ প্রমাদ পাড়ে॥
ইহাতে অধিক আর এ বড় সন্দেহ।
শুক-মুখোদিত বাণী ঠেলিব বা কেহ॥
রাসবিলাস যত কৈল বৃন্দাবনে।
ভাবে বশ হঞা খেলে গোপিকার সনে॥
কামী জনের দৈন্য আর স্ত্রীর দুরাত্মতা।
দেখাবারে কৈল কৃষ্ণ রমণ-ব্যগ্রতা॥
আত্মারাম, আত্মরত আর অখণ্ডিত।
তথাপি রাখিল প্রভু এই ত ইঙ্গিত॥

তথাহি—রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ
আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং
স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥১১॥

এই ত কারণে কৈল এত পরিশ্রম।
আমার হৃদয়ে লাগে এ বড় বিভ্রম।
একথায় মোর মন না প্রত্যয়ে কভু।
এই ত কারণে কেন এত কৈল প্রভু॥
উদ্ধব কহিল প্রভুর প্রশংসা-বচন।
জুগুপ্সিত জনে স্তব করে কি কারণ॥
স্তব করে উদ্ধব—এই নহে পূর্ণ।
ভাবের মহিমা দেখি কহে তাহা শুন॥

বা করিতে হয়? শ্রীহরিই স্বস্ব আত্মার সখা। অতএব আর বিষয়-উপার্জনে চেষ্টা করিও না, যেহেতু ভজন না করিলে তোমাদের দেহ ও অন্য প্রাণী শূকরাদির দেহে কোনই ভেদ থাকিবে না॥

(১১) কামিজনগণের দৈন্য ও স্ত্রীগণের দুরাত্মতা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বতুষ্ট, আত্মারাম ও অখণ্ডিত (স্ত্রীবিভ্রমে অনাকৃষ্ট) হইয়াও সেই গোপিকার সহিত রমণ করিয়াছেন।

তথাহি—আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজু র্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥১২॥

গোপিকার পদরেণু প্রতি আশ আছে।
বৃন্দাবনে গুল্মলতা হইতে ইচ্ছিছে।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে করি গোপীর গৌরব।
তেঞি কৃষ্ণসনে তার নিতি অনুভব।
সেই পাদ-পদ্মরেণু সুলভ তাহার।
সে থাকিতে আশা কেন করে গোপিকার ॥
ইহলোক বান্ধব আর আর্য্যপথ।
সকল ছাড়িয়া গোপী ব্যভিচারে রত ॥
উদ্ধব কি নাহি জানে এ সব চরিত।
জানিয়া শুনিয়া কেনে কহয়ে এ'রীত ॥
বেদ-অগোচর এই চরণ যে সেবে।
তবে কেন অল্পজ্ঞান করে শুকদেবে ॥
উদ্ধব কহিল যত ব্যর্থ হইয়া যায়।
তে কারণে এই ব্যথা হিয়ায় না সান্তায় ॥
শুকদেব-বাক্য কেহো বুঝিতে না পারে।
না বুঝিয়া শ্লোক বাহ্য ব্যাখ্যা সেই করে ॥
এই শ্লোকের মর্মব্যাখ্যা ভিন্ন আরো আছে।
ব্যক্ত হইব সেই—কহিব তাহা পাছে ॥
যে সব মহিমা শাস্ত্রে শুনি গোপিকার।
তার সম ত্রিজগতে কার অধিকার ?

তথাহি—
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১৩

আপনি শ্রীব্রজদেবী সম প্রিয়া নহে।
পদ্মিনী পদ্মগন্ধা স্ব-র্যোষিত নহে ॥
অতএব কহি গোপী-গণের বড়াই।
তবে কি কহিল শ্রীশুকদেব গোঁসাঞি ॥
আর কি কহিল উদ্ধব শ্লোকের সন্দেহ।
কোথা বৃন্দাবন, কোথা লক্ষ্মী দেবী সেহ ॥
কেবা স্বর্যোষিত সেই ছিল রাসোৎসবে।
অন্য বলি আর কাকে কহয়ে উদ্ধবে ॥
আপনা না বুঝি কিবা শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কিছু কহিব সেই বুদ্ধি-অনুমান ॥
এখনে শুনহ শুকদেবের আখ্যান।
মরম না জানে কেহ করয়ে ব্যাখ্যান ॥
এতেকে কহিয়ে কিছু সন্দর্ভ-বচন ॥
বুঝিতে বিষম বড় ভাগবত-বিবরণ ॥
সেই সে জানয়ে অনুভব আছে যার।
বিনা অনুভবে মিছা করয়ে বিচার ॥
অনুভব না জানে বাখানে ভাগবত।
তাহাতে বিষম বৃন্দাবনের সম্মত ॥
এতেকে কহিব কথা পুছিব কাহারে।
যে জানয়ে সে বা কেনে কহিবে আমারে ॥
পুছিতে নাহিক কেহ হিয়া অনুমানি।
বুদ্ধি-অনুরূপে কহি যেই কিছু জানি ॥

---

(১২) অহো! আমি বৃন্দাবনে এই গোপীদের চরণ রজঃকণা-সেবী কোনও নিকৃষ্ট গুল্ম লতা ওষধি প্রভৃতিতেই জন্ম বাঞ্ছা করি। গোপীগণ দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজনা করিয়াছেন।

(১৩) রাস-রসোৎসবকালে শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-যুগলে গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া গোপিকাগণ যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অনুরাগিণী লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই; পদ্মগন্ধবতী স্বর্গরমণীগণেরও তাহা লাভ হয় নাই; তখন আর অন্য নারীজাতির কথা কি বলা যায় ?

পরম সন্দেহ তার শুনহ বচন।
নির্ভর রাসেতে কৃষ্ণ ছাড়ে কি কারণ ?
নির্ভর রাসেতে গোপী পূর্ণ মনোরথে।
নিজ ঘর গুরু পাসরিল সব চিত্তে॥
সহজে আনন্দ ভেল মদন-বিহ্বলা।
কৃষ্ণের আনন্দে সাবধান নৈল তারা॥
আনন্দে আনন্দে আর গৌণ মুখ্য ভেদ।
এ কার্য্য-কারণ জ্ঞানের পরিচ্ছেদ॥

তথাহি—

সহজানন্দমুগ্ধা স্তা মহানন্দ-স্বভাবতঃ।
ন জানন্ত্যাত্মানং কিঞ্চিত্তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ॥ ১৪॥

পরম স্বভাবে পূর্ণ আপন স্বভাবে।
অনুক্ষণ কত এত সাবধান হবে॥
যে দিনে স্বভাবে ভাব ভৈগেল অধিক।
সে দিনে ছাড়িল ক্ষীর নীরের পরিখ॥
এ আর সন্দেহ—কৃষ্ণ বিদগধরাজ।
সে সময়ে রসভঙ্গ হইল কোন্ কাজ॥
নিজ ধর্ম্ম করে নাহি কৈল রসভঙ্গ।
আপনার ধর্ম্ম রাখে বাড়াবারে রঙ্গ॥
অতিরসে গোপিকা হইল রসময়।
নিজসুখে পাসরিলা বিচ্ছেদের ভয়॥
অনুরাগহীন হইলে বলি খণ্ডরস।
অখণ্ড বলিয়ে অনুরাগের পরশ॥
সম্ভোগে বিচ্ছেদ নাঞি যদি থাকে ভয়।
অখণ্ড বলিয়ে সে অধিক রস হয়॥
কৃষ্ণের স্বভাব বৃত্তি কৃষ্ণ ইহা কহে।
আমি যে কহিল ইহা অপ্রমাণ নহে॥

তথাহি—

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥ ১৫॥

এই ত কারণে প্রভু করে রসভঙ্গ।
আরও সন্দেহ কেন করে এক সঙ্গ॥
এ সব গোপীতে আর তাহে সম নহে।
গোপী গোপী ভেদ ভাগবতে নাহি কহে॥
কার্য্যেতে বুঝিয়ে এই ভাবের অধিকা।
ইচ্ছারূপ প্রকৃতি সে নাম রাধিকা॥
প্রকৃতি পুরুষ এই আধার আধেয়।
তাহা বিনা তিলেক থাকিতে নারে কেহ॥
খেলার নিমিত্তে দুঁহে হয় আবির্ভাব।
আপন স্বভাবে ভুঞ্জে রস অনুরাগ॥
দুহুঁ দেহ এক স্নেহে করয়ে বিলাস।
স্নেহে ভেল কিবা মদ মানের প্রকাশ॥
এতেকে ছাড়িতে নারে রাধা প্রিয়তমা।
নির্ভর নিবিড় স্নেহে প্রকাশয়ে প্রেমা॥
নির্ভর প্রেমায় রাধা সোহাগে আগলি।
নিরন্তর বাহ্য নাহি—ভৈগেল পাগলি॥
রতিরসে বশ সবে আলুইলা দেহ।
চলিতে না পারে প্রেমে মদভরে সেহ॥
প্রেমমদে অবশ হইয়া বলে শুন।
চলিতে না পারি লেহ পারহ যেমন॥

---

(১৪) গোপীগণ সহজেই আনন্দ-মুগ্ধ হইয়াছিল, কাজেই মহানন্দস্বভাব-বশতঃ তাঁহারা নিজেকেই ভুলিয়া গিয়াছিল, তখন আর তত্ত্বজ্ঞান থাকিতে পারে কি ?

(১৫) হে সখীগণ! আমি কিন্তু সকল জীবের আনুগত্য-বৃত্তির জন্য তাহারা আমাকে ভজন করিলেও আমি তাহাদিগকে ভজন করি না। নির্ধন ব্যক্তি লব্ধধন হারাইয়া ফেলিলে যেমন তাহার চিন্তায় অন্য কিছুই জানে না—তদ্রূপ আমিও সহসা ভজনকারিদিগকে ভজন করি না॥

তথাহি—

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ১৬

প্রেমমদে অবশ সে ভাবের স্বভাবে।
সাবধান নহিল রাধা, এইত প্রমাদে ॥
আবেশে ত এইভাব ভৈগেল সে কালে।
চলিতে না পারি, আমা লহ কোলে বোলে।
চলিতে না পারি বলি না থাকিল কেনে।
এইত প্রমাদ প্রভু ধরিলেক মনে ॥
এই মনে করি বলে প্রভু তাহা শুন।
কান্ধে করি লইয়া যাই শুনহ বচন ॥

তথাহি—

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥১৭॥

তবে সেইকালে প্রভু ছাড়িল তাহারে।
সেই পুন ছাড়ে নিজ ধর্ম্ম রাখিবারে ॥
তার ধর্ম্ম রাখে আর আপনার ধর্ম্ম।
এই ত কারণ শুন কহিল যে কর্ম্ম ॥
আর এক শুন কিছু আশ্চর্য্য কাহিনী।
কৃষ্ণ হারাইয়া সব গোপী বিরহিণী ॥
বিরহে বিহ্বলা গোপী খেলে যে যে খেলা।
তার অনুরূপ কিছু না দেখি সে লীলা ॥
শ্রীকৃষ্ণের ভজন তার ব্যভিচার ধর্ম্মে।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মহাদুঃখ পায় মর্ম্মে ॥
কৃষ্ণগত-চিত্ত তারা কৃষ্ণময় হয়।
আর যত কিছু দেখে সব কৃষ্ণময় ॥
এমন স্বভাব তার না হইল কেন ?
বিপরীত চরিত্র বা হইল কি কারণ ?
ইহার কারণ যে কহি তাহা শুন।
সকল ভরসা নরহরির চরণ ॥
যে বোলায়ে তাই আমি বলিয়ে বদনে।
আমি বলি হেন কিছু না ভাবিহ মনে ॥
মহারাসোৎসব মধ্যে গোপী যত যত।
অসংখ্যাত গোপী যূথ ভৈগেল একত্র।
অসংখ্য গোপিনী তার কার কোন ভাব।
যার যেন অনুরাগ – তার তেন লাভ ॥
গোপী গোপী ভেদ আছে শুন বিবরণ।
ভাবে ব্যভিচার দেখ শুন সে কারণ ॥
শ্রুতিগণ অগ্নিপুত্র আদি মুনি যত।
কৃষ্ণ-হেতু তপ তারা করিলা বহুত ॥
তবে তুষ্ট হইয়া তারে বলিল বচন।
তুষ্ট হইনু বর মাগো কহে ভগবান্ ॥
যেই চাহ তাহা দিব, না করিব আন।
এ বোল শুনিয়া তারা বর মাগে পুন।
লজ্জা ভয় ছাড়ি কহে ব্যক্তবচন।
তোর রূপে ভেল মোরা কামে অচেতন ॥
স্ত্রী হঞা ভজোঁ তোমা হেন লয় মন ॥
আপন মনের কথা কৈলু নিবেদনে।
তোমার সঙ্গের গোপী যেন তোমা সনে ॥
এই বর মাগিল যে সে সব মহাজন।
ইহার প্রমাণ বলি শুনহ বচন ॥

তথাহি বৃহদ্বামনপুরাণে—

যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তে রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা ॥১৮

এ বোল শুনিয়া প্রভু বলিল বচন।
দুর্লভ দুর্ঘট এই হইব কেমন ॥

---

(১৬) আমি চলিতে পারিতেছিনা, অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাও।

(১৭) শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।' অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই বধূও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

(১৮) গোকুল-বাসিনী গোপীগণ যেরূপ তোমাতে রমণ বুদ্ধি করিয়া কামতত্ত্বে সেবা করে, আমরাও তদ্রূপই করিতে ইচ্ছা করি।

দিব বর বলি আমি কহিল তো সভারে।
অবশ্য হইব আর কি কাজ বিচারে॥
পৃথিবীতে জন্ম আমি লভিব যে কালে।
সারস্বত কল্পে আর ব্রহ্মার বোলে॥
ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম লভিহ তাহাতে।
তাতে তো সভার পূর্ণ হইব মনোরথে॥
তথাহি তত্রৈব—

আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো
ভবিষ্যথ॥ ১৯

এতেক শুনিয়া সে সকল শ্রুতিগণ।
আর যত মুনিগণ অগ্নির নন্দন॥
এই হেতু ব্রজে সভে জন্মে গোপী হঞা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসনে রমে রস পাঞা॥
এই সব গোপী যত গণনা কেবা জানে।
কৃষ্ণের পরমপ্রিয়া নিজগোপীগণে॥
নিত্যসিদ্ধা বলি তারে পরম প্রেয়সী।
কৃষ্ণের মরম জানে অতি প্রিয়দাসী॥
রাগানুগাভক্তি তার নিত্যসিদ্ধানুগা।
গোপী গোপী ভেদ এই—বিবিধ গোপিকা॥
শ্রুতিগণ মুনিগণ স্ত্রীবেশ ধরে।
কৃষ্ণের সহিত সঙ্গরস লভিবারে॥
কৃষ্ণে ভাব আরোপণ হইল যেমনে।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখ সহে কার প্রাণে।
কাতর হইয়া সেই নানা বেশ ধরে।
কৃষ্ণ যে খেলিল খেলা তেনমত করে॥
নিত্যসিদ্ধা গোপী যারা কৃষ্ণের বিচ্ছেদে।
কৃষ্ণের রহস্য স্থানে বুলে তারা খেদে॥
কেহ কৃষ্ণময় হয় ভাবের আবেশে।
ত্রিভঙ্গিম হয় কেহো উভ বান্ধে কেশে॥

---

(১৯) আগামী সারস্বত কল্পে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির উদ্যোগ করিতে থাকিবেন; তখন তোমরা ব্রজে গোপীদেহ লাভ করিবে।

ক্ষণে ক্ষণে গুণ তারা গায়ত সুস্বরে।
কৃষ্ণ-ভ্রমে তমালেরে আলিঙ্গন করে॥
তদনুগা গোপী যেই শুন তার কথা।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তারা মনে পায় ব্যথা॥
নিত্যসিদ্ধা তদনুগার একজাতীয় ভাব।
সিদ্ধ সাধক দোঁহার এই লাভালাভ॥
সিদ্ধ গোপিকার ভাবময় তনু তার।
ভাবী হঞা ভাব ভুঞ্জে ভাবে ব্যবহার॥
কৃষ্ণ যেন আপনার রসে হয় লুব্ধ।
তেন রূপ ভাব গোপী, ভাবে হয় মুগ্ধ॥
তদনুগা যেই তার শুনহ চরিত।
ভাবময় নহে, করে শ্রীকৃষ্ণে পিরীত॥
ভাব নহে, ভাব করে, ভাবের সাধিকা।
বিচ্ছেদের রসাবেশে স্বাদ সে অধিকা॥
রসাবেশে রসময় সহজেই সেই।
সেকালে সুস্বাদ নহে কি করিব সেই।
এই ত কহিল সব গোপিকার ধর্ম্ম।
আর কহিব কিছু শুন তার মর্ম্ম॥
যতেক করিল কৃষ্ণ রাস বৃন্দাবনে।
পূরিল গোপীর কাম দিয়া দরশনে॥
আত্মারাম অখণ্ডিত স্বাত্মারাম হইয়া।
আস্বাদিল গোপী-প্রেম ভাবাবিষ্ট হইয়া॥
আত্মারাম, স্বাত্মরত আর অখণ্ডিত।
তিন বিশেষণ কৃষ্ণের বুঝত ইঙ্গিত॥
কামীজনের দৈন্য আর স্ত্রীর দুরাত্মতা।
ভাবের স্বভাবে কহে নিবিড় মমতা।
কামতত্ত্বে ভজন যেই এই ত স্বভাব।
এমন নহিলে তার কিছু নহে লাভ॥
এমন হইলে হয় সহজ ভাববশ।
ভাবের অধীন নহিলে কিছু নাহি রস॥
এ নিমিত্তে আপে প্রভু ভাবে বশ হইয়া।
অধীনের হেন ক্রীড়া করে গোপী লইয়া॥
আর যত ভাব তাতে অধীনতা নাই।
অধীন ভকতিরসে শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি॥

কৃষ্ণেরে অধীন করে ভাবের স্বভাবে।
সেই সে জানয়ে অধীনতা যেই লভে ॥
এই ভক্তি সভার পর ভাগবতে লিখে।
সামান্য মানুষ ইহা কোন্‌মতে দেখে ॥

তথাহি—

ন তথা ব্রহ্মারুদ্রাদ্যা লক্ষ্মীর্ব্বা শুক এব বা।
গোবিন্দস্য জগদ্বন্ধো র্যথা গোপীজনাঃ প্রিয়াঃ ॥
অসত্যমপি সংসারং যদ্‌ভক্তিঃ সত্যতাং নয়েৎ।
গোপীনাং হৃদয়ানন্দং তমানন্দমুপাস্মহে ॥২০

এইকথা পরীক্ষিত শুকদেব-স্থানে।
পুনঃ পুনঃ পুছে রাজা সন্দেহ বচনে ॥
বৃন্দাবনে রাসকথা কহে শুকদেবে।
ধ্যানে আশ্লেষ গোপী পাইল কামভাবে ॥

তথাহি—

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা।
জহু গু র্ণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ ॥২১

তখনে ছাড়িল তারা গুণময় দেহ।
ক্ষীণবন্ধন তার কৃষ্ণরসে নেহ ॥
শুনিয়া সন্দেহ রাজার হৃদয়ে বিশাল।
মধ্য কথাতে প্রশ্ন-কথার মিশাল ॥
উৎকণ্ঠা বাড়িল রাজার নারিল থাকিতে।
কথা-মধ্যে প্রশ্ন করে সাঙ্গ না হইতে ॥

পরীক্ষিদুবাচ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে!
গুণ-প্রবাহোপরম স্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥২২

ব্রহ্মবুদ্ধি নাহি কৃষ্ণে, কান্ত করি জানে।
গুণবুদ্ধ্যে ভজে, গুণের নিবৃত্তি কেমনে ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই, দোঁহায় বিরোধ।
গুণে গুণ উপরমে, কেমনে এ বোধ ॥
এ বড় সন্দেহ মোর বাড়িল হৃদয়।
এই প্রশ্নে কহিল শুকদেব মহাশয় ॥
ইহার সিদ্ধান্ত তবে শুকদেব দিল।
শুনি পরীক্ষিত রাজা কিছু না বুঝিল ॥

তথাহি—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

এই ত সিদ্ধান্তে রাজা কিছু না বুঝিল।
প্রবোধ কি অপ্রবোধ কিছু না জানিল ॥
পুন প্রশ্ন করিল সেই রাজা পরীক্ষিত।
রাসের বেলাতে কৃষ্ণে দেখি বিপরীত ॥
প্রেম-পরকাশ লীলা রাস-বিলাস।
গোপী সঙ্গে করে সেই হাস-পরিহাস ॥
বিহ্বল বিবশ কৃষ্ণ রাসরস-রঙ্গে।
দুই দেহ এক যেন হইল অঙ্গে অঙ্গে ॥

---

(২০) জগন্নাথ গোবিন্দের নিকট গোপীগণ যেমন প্রিয় ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ, লক্ষ্মী অথবা শুকদেবও তদ্রূপ প্রিয় নহেন। যাঁহার ভক্তিতে অসত্য সংসারকেও সত্য করিয়া তোলে—গোপীগণের হৃদয়ানন্দ সেই 'আনন্দ'কেই উপাসনা করি।

(২১) উপপতিবোধেও সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়া সেই গোপীগণ সদ্যই বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং গুণময় দেহত্যাগ করিলেন।

(২২) হে মুনে! গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম-কান্ত বলিয়াই জানিতেন—কিন্তু তিনি যে ব্রহ্ম—এই বোধ ত ছিল না। সুতরাং গুণবুদ্ধি সম্পন্না গোপী-গণের গুণ-প্রবাহের বিরতি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

(২৩) পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে যে চৈদ্য (শিশুপাল) কৃষ্ণকে হিংসা করিয়াও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল—তবে যে কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ অনায়াসে তাহা পাইবেন—ইহাতে বিচিত্র কি?

শুকমুখে শুনি এই কৃষ্ণের চরিত।
মনে মনে গণে রাজা শুনি বিপরীত ॥
সন্দেহ বাঢ়িল বড় হৃদয়ে তাহার।
মধ্য কথায় কথা-প্রশ্ন করে আর বার ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ।২৪।
স কথং ধর্ম্ম-সেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ২৫
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত
২৬ ॥

ধর্ম্ম-সংস্থাপন হেতু অধর্ম্ম বিনাশে।
পৃথিবীতে অবতার করে যার অংশে ॥
সেই সর্ব্বধর্ম্মসেতু তার কর্ত্তা যে।
নিন্দ্য কর্ম্ম পরদার করয়ে কেন সে।
আপনে সে ভগবান্ স্বতন্ত্র জগদীশ।
লোকে জুগুপ্সিত কর্ম্ম এই বিসরিষ ॥
কিবা অভিপ্রায় প্রভু কৈল এই কর্ম্ম।
সংশয় ঘুচাহ ইহা যদি কহি মর্ম ॥
বুদ্ধি অনুরূপ আমি অনুমানে কহি।
শুকদেব বলে রাসে ব্যক্ত হইল সেহি ॥

---

(২৪) ভগবান্ জগদীশ্বর ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্মনাশ করিবার জন্য অংশতঃ অবতার করিয়া থাকেন।

(২৫) সর্ব্বধর্ম্ম-মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়াও সেই শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরস্ত্রী-সঙ্গ-রূপ প্রতিকূল ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারেন ?

(২৬) হে সুব্রত! আপ্তকাম কৃষ্ণ এই নিন্দনীয় কর্ম্ম কেন করিয়াছেন—এই সংশয়টি ছেদন করুন।

শুক উবাচ—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো
যথা ॥ ২৭ ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
ধর্ম্মব্যতিক্রম তুমি দেখ নিজচিত ॥
আরো দেখিলে সে সাহস ঈশ্বরের।
না বুঝিয়া দেখ দোষ তোমার চিত্তের ॥
তেজীয়ান্ জনে দোষ কভু নাহি হয়।
সর্ব্বভুক্ বহ্নি যথা সকল্ ভুঞ্জয় ॥
এ কথায় কি বুঝিলে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত।
কিবা তেজ তেজীয়ানে কি কহে মহান্ত ॥
তেজ যেবা ধরে তাকে বলে তেজীয়ান্।
সেই তেজোময় সেই কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

প্রমাণং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥২৮

ঈশ্বর বলিয়া কেবা কাহাকে বা বলে।
একমাত্র প্রভু ঈশ্বর বহু কেনে করে ॥
সাহস সে কিবা তার কিবা অসাহস।
বিবরি না বলি কিবা দোষ অপযশ ॥
দোষ কেবা ধরে দোষ তেঞি মাত্র করে।
আর কিছু কাজ নাই কি বুঝ অন্তরে ॥
এ কথায় মোর হিয়া না ঘুচে সন্দেহ।
কাহারে পুছিব ইহা কহিব বা কেহ ॥
নিজ হিয়া অনুমানি যে কহিয়ে শুন।
প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই কর অনুমান ॥
ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম করি পরীক্ষিত দেখে।
তাহার সিদ্ধান্ত তবে শুকদেব লিখে ॥

---

(২৭) ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম এবং ঈশ্বরের সাহস তুমি দেখিতেছ; কিন্তু তেজীয়ানগণের কোনও দোষ নাই; যেমন অগ্নি সকল বস্তুই ভোজন করিতে পারে।

(২৮) অন্যান্য যত অবতার—সকলেই পুরুষোত্তমের অংশ বা কলা ইত্যাদি—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ই।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে করে সেই প্রভু।
অধর্ম্ম বিনাশে সেহ অন্য নহে কভু॥
ত্রুটি বুদ্ধি হয় জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম যে।
বিচার করিয়া দেখ টুটে বাড়ে কে?
ধর্ম্মসংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে।
যুগে যুগে অবতার করে প্রভু অংশে॥
যার সংস্থাপনা করে সেবা টুটে কেনে?
এ বড় সন্দেহ মোর রহি গেল মনে॥
এতেকে বলিয়ে শুন যে কিছু বিচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দোহাকার যার যে আচার॥
বেদে লিখে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি কি অবিধি।
অবিধিকে পাপ বলি বিধিকে ধর্ম্মবুদ্ধি॥
অবিধি স্বভাব ধর্ম্ম বিধি পরিহার্য্য।
স্বভাব ত নহে, ভাবের যে কার্য্য॥
আহার্য্য কেমতে হয় দেহের স্বভাব।
স্বভাব নহিলে সে কিছু নহে লাভ॥
যতনে না করি পাপ আপনে উপজে।
বেদের গৌরব বিনে পাপ নাহি ঘুচে॥
বেদে দৃঢ় বুদ্ধি করি ব্রহ্মার গৌরবে।
তে কারণে পাপবুদ্ধি করি থাকে সবে॥
দেহ ধর্ম্মে এই পাপ—এই বুদ্ধ্যে তরি।
এ নিমিত্ত অংশ অবতার করে হরি॥
দেহধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার তরে।
বেদ বিধি ধর্ম্ম বলি সভার অন্তরে॥

তথাহি ভাগবতে—

তাবদ্রাগাদয় স্তেনাঃ তাবৎ কারাগৃহং গৃহং।
তাবন্মোহাঙ্‌ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ২৯॥

ভক্তিমার্গে বেদমার্গে না করে কোন ভেদ।
অবৈদিক ভক্তিপথ সংসারে সে বেদ॥

অত্র প্রমাণং—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥ ৩০॥

শ্রুতি-স্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতম্।
একেন বিহীনঃ কাণঃ দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১॥

এতেকে কহিল ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার।
ব্যতিক্রম দেখে রাজা বেদের আচার॥
তেজীয়ানে নাহি দোষ তেজের কি কথা।
ইহার উপমা বহ্নি তেজোময় যথা॥
এ বোল বলিয়া শুক বলে আর শ্লোক।
এখানে সে শ্লোক বুঝি কার্য্য কর লোক॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু···॥৩২॥

অনীশ্বর জনে পাছে আচরয়ে ইহা।
দোষ নাঞি বলি আমি এ বোল শুনিয়া॥
অধিকারী নহে যদি করে কার্য্য মূঢ় তাতে।
তৎকালে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥
মহেশ খাইল বিষ জীর্ণ হইল জানে।
সে জ্ঞান না জানি জীব বিষ খাইব কেনে॥
অধিকারী হয় যদি এই তত্ত্ব জানে।
যেই করে সেই সিদ্ধ মুক্ত সেই জনে॥
তার পর পুন শ্লোক শুকদেব কহে।
সাবধানে শুন লোক মন দেহ তাহে॥

---

(২৯) হে কৃষ্ণ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবগণ তোমার চরণ আশ্রয় না করে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের রাগাদির পীড়া অনুভব হয়, গৃহ তাহাদের কারাগার এবং মোহ-রূপ পদশৃঙ্খলে তাহারা আবদ্ধ থাকে।

(৩০) ভগবান্ যখন কাহাকেও অনুগ্রহ করেন, তখনই সে লৌকিক ও বৈদিক নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে।

(৩১) শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণগণের দুই চক্ষু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—একের অভাবে কাণ বলে এবং উভয়ের অভাবে অন্ধই হইয়া যায়॥

(৩২) ৮নং শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখুন।

তথাহি—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্তদাচরেৎ॥ ৩৩

ঈশ্বর-বচন সত্য আর আচরিত।
অন্তর বাহির তাহে কি কর পণ্ডিত॥
'তথৈব' কহিল যাতে আচার 'ক্বচিৎ'।
কোথাও বচন সত্য, কোথাও আচরিত॥
ইহাতে অন্যথা করে যে বা অপণ্ডিত॥
অন্তর বাহির তাতে কৈল বিপরীত॥
বুদ্ধিমানে ভাব দেই, সে বা কোন্ বুদ্ধি।
বুঝিতে বিষম বড় ভক্তি-মহোদধি॥
ভক্তিযোগে নির্ম্মল যাহার আশয়।
সেই সে বুঝয়ে এই কথার হৃদয়॥
কুশল যে চাহে আর অকুশলে ভয়।*
এ সব কথায় তার কিছু কার্য্য নয়॥
[illegible] নিমিত্তে নাহি চাহে হিতাহিত।
যে কিছু করয়ে সব কৃষ্ণের পিরিত॥
রাগাদি-সম্ভব যত দেহের স্বভাব।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া করে সব লাভালাভ॥
এতেক কহিলা শুকদেব মহাশয়।
অনুমান কর লোক হয় বা না হয়॥
তা সবার নিজবাণী বাছিতে কে পারে?
যুক্ত উচিত হয় তাহা ভেদ করিবারে॥

---

* কুশল—পুণ্য, অকুশল—পাপ

(৩৩) অধিকারী মহাজনগণের বচন সত্য এবং কোথাও বা তাঁহাদের আচরণও সত্য। অতএব তাঁহাদের বাক্যানুসারে যাহা যাহা সত্য (অবিরুদ্ধ) তাহা তাহাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি আচরণ করিবে।

তথাহি—

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩৪
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৫॥

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৬॥

পুন আর এক শ্লোক কহে শুকাচার্য্য।
ইহার ব্যাখ্যাতে কহে কোন কোন কার্য্য॥
যার পদ-পঙ্কজের পরাগের গন্ধে।
স্বচ্ছন্দ আচরে মুক্ত হঞা কর্ম্মবন্ধে॥
সেবকের দোষ না লয় ঠাকুর আপনে।
স্বেচ্ছাময় বপু তার বন্ধন কেমনে॥
এ বোল শুনিয়া শুক বোলে আর শ্লোক।
দন্তে তৃণ করি বোলেঁ শুন সর্ব্বলোক॥

---

(৩৪) হে প্রভো! নিরভিমান জনগণের পুণ্যাচরণে কোনও স্বার্থ ত নাই; আর পাপাচরণেও কোন অনর্থপাত হয় না।

(৩৫) যখন জীবগণের সম্বন্ধে এই নির্দ্ধারিত হইল; তখন পশু পক্ষী মানব দেবাদি নিখিল ঈশিতব্য (পাল্য) প্রাণিসমূহের একমাত্র প্রভু (কর্ত্তা) যিনি, তাঁহার কি আর পাপ পুণ্যের সহিত সংস্পর্শ হইতে পারে?

(৩৬) যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবা করিয়া যাহারা তৃপ্ত হইয়াছে (ভক্ত)—যাহারা যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন লোপ করিয়াছে (যোগী) এবং মুনিগণ (জ্ঞানী)ও যথেচ্ছ আচরণ করিতেছেন—তথাপি তাঁহাদের বন্ধন হয় না—সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় দেহধারণ করিয়াছেন—তাঁহার আর বন্ধন কি?

তথাহি—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্
যোন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়নদেহ-
ভাক্ ॥ ৩৭ ॥

কিবা গোপী কিবা আর তার পতি কহি।
অখিলে যতেক আর সব আছে দেহী ॥
সভাকার অন্তরেতে হয় সেই মুখ্য।
সকল ইন্দ্রিয়গণে সেই সে অধ্যক্ষ ॥
ক্রীড়াময় দেহ এই প্রভু ভগবান্।
সর্ব্বজন এই শ্লোক করয়ে ব্যাখ্যান ॥
সভাকার অন্তরে আছয়ে সেইজন।
সে বা কি, কি নাম তার, জানিবে কেমন ?
দৃশ্য নহে, স্পৃশ্য নহে, বুঝিতে বিষম।
এ শ্যামসুন্দর বলি বলে সর্ব্বজন ॥
করপদ্ম, পাদপদ্ম, বদনারবিন্দ।
সব তার পূর্ণ যে ভজে চরণারবিন্দ।
দেহ ধরে যত দেহী আছয়ে সংসারে।
তাহার অন্তরে কেনে কহয়ে প্রভুরে ॥
এই প্রসঙ্গ পরীক্ষিতে কহিলেন শুক।
ইহার অন্তর কিছু না বুঝে বহির্ম্মুখ।
বুঝিতে বিষম বড়, গর্ব্বে কেবা জানে।
শুষ্ক জ্ঞানী নাহি জানে কৃষ্ণ-কৃপা বিনে ॥
অনুমানে আমি অজ্ঞ কহি কিছু তাহা।
শুধাইতে স্থান নাহি মনে উঠে যাহা ॥
শুধাইতে না দেয় কেহ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত।
সভে জানিয়ে বলে আমি সে মহান্ত ॥
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির আশ্রয়।
এ সব ছাড়িলে কৃষ্ণ আপন করি লয় ॥ *

শুকের বচনে হইল সিদ্ধান্তের সারা।
সর্ব্ব আত্মা কৃষ্ণ পর কে কেবা পরদারা ॥
কিবা প্রশ্ন কৈল কিবা বৈল শুকদেব।
প্রশ্ন সনে সিদ্ধান্তের নাহি ভেদাভেদ ॥
আপনি আপন মন বুঝাবার নিমিত্তে।
বুদ্ধি অনুমানে কহে যেই লয় চিত্তে ॥
এ বোল শুনিয়া শুক শেষ কথা কহে !
দন্তে তৃণ করি বলি মন দেহ তাহে ॥

তথাহি—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

স্বেচ্ছাময় প্রভু ধরে মানুষের দেহ।
কেবল ভকত জনে হয় অনুগ্রহ ॥
ভজয়ে তেমন ক্রীড়া মানুষ যেমন।
যাহা শুনি সর্ব্বজন ভজে শ্রীচরণ ॥
সিদ্ধান্ত করিয়া কহে রাজা পরীক্ষিতে।
মুগ্ধ না হইও কেহো কৃষ্ণের মায়াতে ॥
এই যে করিল ক্রীড়া—এই অনুগ্রহ।
ইহা ছাড়ি কেন তার মায়াতে নিগ্রহ ॥
সর্ব্বজনেরে কৃপা, বিশেষ ভক্তজনে।
মায়াতে মুগ্ধ তেঞি সন্দেহ ধরে মনে ॥
আমার বচনে তুমি করহ বিশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥

ইতি—শ্রীদুর্লভসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ

---

* এই দুই পংক্তি পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। সিদ্ধান্ত নহে।

(৩৭) গোপীদের, তাহাদের গতিগণের এবং সকল প্রাণিগণেরই অন্তর্য্যামী অধ্যক্ষই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই ক্রীড়ানিমিত্ত মনুষ্য-নাট্যে অবতার করিয়াছেন।

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য সেই সকল মনোহর লীলাই করিয়া থাকেন—যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই লীলা-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে।

প্রিণ্টার—শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দত্ত
সবিতা প্রেস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।